NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রাজনীতি, নির্বাচনী যুদ্ধ ও ‘প্রকৃতিগাথা’

অন্তর্দ্বন্দ্বেই পরাজয়? কঠিবাজিতে ক্ষুব্ধ দিলীপ ৩

কলকাতা ৬ জুন ২০২৪ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.6.2024, Vol.17, Issue No. 354, 8 Pages, Price 3.00

সরকার মোদির, সুতো নীতীশদের

শনিতে শপথ নমোর

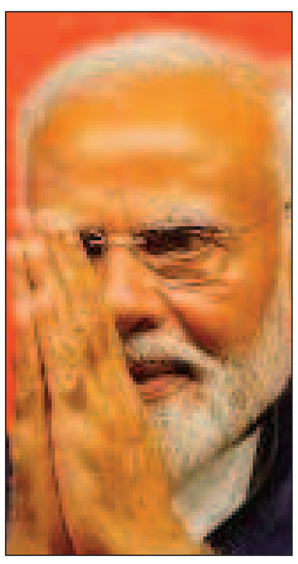

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: চলতি সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, ৮ জুন শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন মোদি। এনডিএ সরকার গঠন করে মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে ফের একবার ইতিহাস রচনা হবে। কারণ জওহরলাল নেহরুর পর তিনিই হবেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি পর পর তিনবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন।

লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবার। ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো এবার বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, জোট হিসাবে গরিষ্ঠতা রয়েছে এনডিএর। ৫৪৫ আসনের লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৭৩টি। বিজেপি একা ২৪০টি আসন পেয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ ২৯২টি আসন জিতেছে। ফলে লোকসভা আসনের সংখ্যার নিরিখে কেন্দ্রে সরকার গড়ার সম্ভাবনা এনডিএ-র। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকছেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিই। সূত্রের খবর, তৃতীয় বারের জন্য আগামী শনিবারই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের ফল কাটাছেঁড়া করতে বুধবারই বৈঠকে বসেন মোদি। সকাল সাড়ে ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক শুরু হয়, যা দ্বিতীয় মোদি সরকারের মন্ত্রী পরিষদের শেষ বৈঠক। সেই বৈঠকেই মোদির শনিবার শপথগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বুধে রাইসিনায়, সঙ্গে চন্দ্রবাবুরা

মোট আসন	৫৪৩
ম্যাজিক ফিগার	২৭২
এনডিএ	২৯২
ইন্ডিয়া	২৩৪
অন্যান্য	১৭

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: তৃতীয় বার সরকার গঠনের দাবি জানাতে বুধবারই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ নরেন্দ্র মোদি। ভোটের ফলপ্রকাশের পর এনডিএ জোটে শরিক হল জেডিইউ ও টিডিপি। এই দুই শরিকই সরকার গঠনের মূল কারিগর। বুধবার সকালে শরিক দলগুলির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় রফা চূড়ান্ত হওয়ার পর এনডিএ জোটকে লিখিত সমর্থন দিলেন নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নায়ডু। সূত্রের খবর, দুই দলনেতার কাছ থেকে লিখিত সমর্থন পাওয়ার পর বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে সরকার গঠনের দাবি জানায় বিজেপি।

বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিদায়ী মন্ত্রিসভাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই নৈশভোজে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সকালেই সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় বিজেপি। এনডিএর সব শরিক সহ নীতীশ ও চন্দ্রবাবুকে নিয়ে রাজধানীর ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে শুরু হয় বৈঠক। অন্দরের খবর, পাঁচ থেকে ছ’টি ক্যাবিনেট পদ দাবি করেছেন চন্দ্রবাবু নায়ডু। অমিত শাহকে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দেখতে নারাজ জেডি(ইউ) প্রধান। সব দাবিদাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিদায়ী মন্ত্রিসভার নৈশভোজের পর রাতেই রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এনডিএ শরিক দলগুলির সমর্থনপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন। রাষ্ট্রপতির কাছে মোদির সঙ্গে নীতীশ ও চন্দ্রবাবুও যেতে পারেন। উল্লেখ্য, বিজেপি এবারের লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও ম্যাজিক ফিগার পেরিয়েছে এনডিএ জোট। এদিনই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই পদের দায়িত্ব সামলাতে মোদিকে অনুরোধ করেছেন রাষ্ট্রপতি। উল্লেখ্য, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ পেয়েছে ২৩৪টি আসন। আগের বারের থেকে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কংগ্রেসের। তারা পেয়েছে ৯৯টি আসন। বিরোধী দলনেতার পদের জন্য লোকসভায় ৫৫টি আসনে জেতা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১৪-য় ৪৪ এবং ২০১৯-এ সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সেই মর্যাদা পায়নি কংগ্রেস। এবার সেই মর্যাদা পেতে চলেছে তারা।

বিজেপি একক ভাবে ২৪০টি আসন পাওয়ায় সরকার গঠন করতে তাদের শরিক দলগুলির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাদের। ফলে এনডিএ শরিকদের ভরসায় সরকার গড়তে সময় নষ্ট না করে বুধবারই এনডিএ-র শরিকদের নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে বসেন মোদি, অমিত শাহরা। কোনও একটি শরিক দলও বেঁকে বসলে সমীকরণ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সেই কারণেই বেশি সময় নষ্ট না করে চলতি সপ্তাহেই শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান করে ফেলতে চাইছেন মোদি।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর্যালোচনা করতে বুধবারই সকাল সাড়ে ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকে বসে বিজেপি। এটিই ছিল দ্বিতীয় মোদি সরকারের মন্ত্রী পরিষদের শেষ বৈঠক। সেখানেই শনিবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এনডিএ জোটকে লিখিত সমর্থনের চিঠি দিলেন নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নায়ডু।

খাড়গের বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক।

জওহরলাল নেহরুর পর নরেন্দ্র মোদিই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি পর পর তিনবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন।

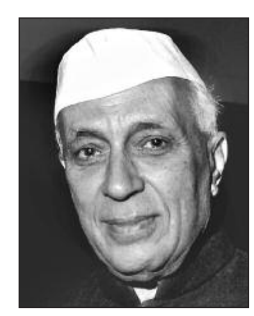

নৈতিক পরাজয়, খোঁচা খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত অংশীদারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং সমমনস্ক সমস্ত দলকে স্বাগত ইন্ডিয়া জোটে সামিল হতে আহ্বান জানান তিনি।

সরকার গঠনের সম্ভাবনা এবং জোটের ভবিষ্যত কৌশল অনুধাবন করে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতারা নয়াদিল্লিতে রাজাজি মার্গে কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করার পরপরই খাড়গে বলেন, ‘এই জনাদেশ স্পষ্ট ভাবেই মোদির এবং তাঁর রাজনীতির ধরনের বিরুদ্ধে। নৈতিক পরাজয় ছাড়াও এটা তাঁর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে বিশাল রাজনৈতিক ক্ষতি। যদিও মানুষের ইচ্ছাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তিনি প্রত্যয়ী। মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে ইন্ডিয়া জোট।’

তিনি বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট সমস্ত দলকে স্বাগত জানায় যারা আমাদের মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সমমনস্ক।’ ইন্ডিয়া জোটের অংশীদারদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি ইন্ডিয়া জোটের সব অংশীদারকে স্বাগত জানাই। আমরা ভালো লড়াই করেছি, ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করেছি, দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছি।’

> এই জনাদেশ স্পষ্ট ভাবেই মোদির এবং তাঁর রাজনীতির ধরনের বিরুদ্ধে। নৈতিক পরাজয় ছাড়াও এটা তাঁর জন্য ব্যক্তিগত ভাবে বিশাল রাজনৈতিক ক্ষতি। যদিও মানুষের ইচ্ছাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তিনি প্রত্যয়ী। মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে ইন্ডিয়া জোট।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

দলের প্রধান মল্লিকার্জুন খড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা সহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতারাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী নেতাদের মধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন এবং ডিএমকে-র টিআর বালু, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন এবং জেএমএমের কল্পনা সোরেন, এনসিপি-এসপি-র শরদ পাওয়ার এবং সুপ্রিয়া সুলে, অখিলেশ যাদব এবং রাম গোপাল যাদব (এসপি) ছিলেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (টিএমসি), তেজস্বী যাদব (আরজেডি), সঞ্জয় রাউত এবং অরবিন্দ সাওয়ান্ত (শিবসেনা-ইউবিটি), ওমর আবদুল্লাহ (জেকেএনসি), সীতারাম ইয়েচুরি (সিপিএম), ডি রাজা (সিপিআই), সঞ্জয় সিং সহ অন্যান্য নেতারা রাঘব চাড্ডা (এএপি) এবং এনকে প্রেমচন্দ্রন (আরএসপি) বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জয়ীকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, শনিবার বিকেল চারটেয় এই বৈঠকের ডেকেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তৃণমূলের নব নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে এই বৈঠক কালীঘাটে করবেন মমতা। বৈঠকে ২৯ জন সাংসদকেই আসতে বলা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। শনিবার ২৯ জন নব নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি আগামী দিনে তাঁদের কী ভূমিকা হবে, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো এমনটাই সূত্রে খবর। অন্যদিকে বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসছে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার ওই বৈঠকে ডাক পেয়েছে জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূলও। দলের প্রতিনিধি হিসাবে বৈঠকে যোগ দিতে বুধবারই দিল্লি যান অভিষেক। তিনি কবে ফিরবেন তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, অভিষেক ফিরলেই জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করবেন মমতা।

দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এজেন্সি, কমিশনকে ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে বুলডোজ করেছে বিজেপি। ভোটের ফল বিজেপিকে শিক্ষা দিয়েছে।’ বুধবার দিল্লি যাওয়ার পথে অভিষেক জানান, বিজেপি নেতারা বাংলায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন। এখন দেখুন এনডিএ সরকার টিকবে কিনা। তবে এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সঙ্গে অভিষেকের কটাক্ষ, ‘আমি হাতজোড় করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলব, আপনারা এরকম ভবিষ্যৎবাণী করতে থাকুন। আপ কি বার ২০০ পার করে, তো আমরা ২০০ পার করলাম, আপনারা বলবেন ৩০টি সিট জিতবেন, তো আমরা ২৯ সিটে জিতে এলাম।’

উল্লেখ্য, বঙ্গে বারবার যখন মোদি-শাহ এসেছেন, তখন ৩০টি গণ্ডি বেঁধে দিয়েছেন। আর দেশে চারশো পার করার শপথ নিয়ে এগোচ্ছিলেন তাঁরা। ফল বলছে অন্য কথা। বাংলার ১২টি আসন পেয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ ২০১৯এ-র থেকেও আসন কমেছে বিজেপির। আর সেই বিষয়টিকেই কটাক্ষ করেন অভিষেক। কিন্তু কে হতে চলেছে কিং মেকার বা কিই বা স্ট্র্যাটেজি চলেছে সে সব প্রশ্ন সুকৌশলে এদিন এড়িয়ে যেতে দেখা যায় অভিষেককে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আগে যাই, সবাই সমবেত হোক।’ এরই রেশ ধরে তিনি এও বলেন, ‘কেউ তামিলনাড়ু থেকে আসছেন, কেউ বিহার থেকে, কেউ কর্নাটক, কেউ মধ্যপ্রদেশ, কেউ গুজরাত, পঞ্জাব থেকে আসছেন। সবাই বৈঠকে বসলে, তবেই কিছু বলতে পারব। কেউ ২টো সিট জিতেছেন, সেও যাচ্ছেন, কেউ ৩৭ সিট জিতেছেন, তিনি যাচ্ছেন, আমরা ২৯ সিট জিতেছি, আমরাও যাচ্ছি।’ আর নির্ণায়ক শক্তি প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘কেউ কিং মেকার নেই। কেউ যদি কিং মেকার হয়ে থাকেন, তিনি হলেন জনতা।’ একইসঙ্গে এও জানান, ‘আমাদের কী পরিকল্পনা আছে, এত তাড়াতাড়ি বলা সম্ভব নয়। যারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিজেপির অত্যাচার, সাম্প্রদায়িক ও বিভেদমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাই প্রকৃত কিং মেকার। বিজেপির কোনও ভবিষ্যদ্বাণী কাজ করেনি।’ উত্তরপ্রদেশে ফলাফল প্রসঙ্গে অভিষেকের বক্তব্য, ‘বিজেপির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ এই ফল। বিজেপি রামমন্দিরকে একটি অ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে দাবি করেছে, ভগবানকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে এসেছেন। এটা কী ভাবে বলতে পারে?’ অযোধ্যা বিজেপিকে পরাজিত করেছে। সবশেষে অভিষেক বলেন, ‘প্রভু রাম আয়ে তো ইনসাফ আয়া।’

এক নজরে

গরহাজির ঋতু

রেশন দুর্নীতি মামলায় বুধবার ইডির হাজিরা এড়ালেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ৫ জুন বুধবার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে ইডি অফিসে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। ইডি সূত্রে খবর, ঋতুপর্ণা কলকাতার বাইরে থাকায় ই-মেল মারফত জানিয়ে সময় চেয়েছেন।

আজ ফল

লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরই রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জয়েন্ট বোর্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রকাশিত হবে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল। বোর্ডের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে দুপুর আড়াইটে নাগাদ তা জানানো হবে। চারটে থেকে পরীক্ষার্থীরা তা দেখতে পাবেন বোর্ডের ওয়েবসাইটে।

ইস্তফার ইচ্ছা

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এবার ইস্তফা দিতে চাইলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ! ভোটের ফলপ্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিজেপি নেতৃত্বকে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন তিনি। যদিও দলীয় নেতৃত্বের তরফে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই খবর। উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে চাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরতেই বঙ্গ জুড়ে মিলছে অশান্তির আঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত রাজ্য। কোচবিহারে তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময়ই এক যুবকের বন্দুক বাগানোর ছবি ভাইরাল হয়েছে। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’ পত্রিকা। বাঁশ-লাঠি হাতে ওই যুবককে কয়েকজনকে তাড়া করতে দেখা যায়। এই ঘটনায় নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভজনপুর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। বঙ্গের বিজেপি ব্রিগেডের অভিযোগ, পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনকি পাত্রসায়র ব্লকের কাঁকরডাঙা সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তমালকান্তি গুঁইয়ের বাড়িতে ইটবৃষ্টি চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তমালকান্তি গুঁইয়ের অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। যদিও বিষয়টি ইতিমধ্যেই থানায় জানানো হয়েছে এবং দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপের দাবি করেছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির অভিযোগ, ‘বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নির্বাচন হয়েছে কোথাও সন্ত্রাস নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে।’ বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। যদিও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূল

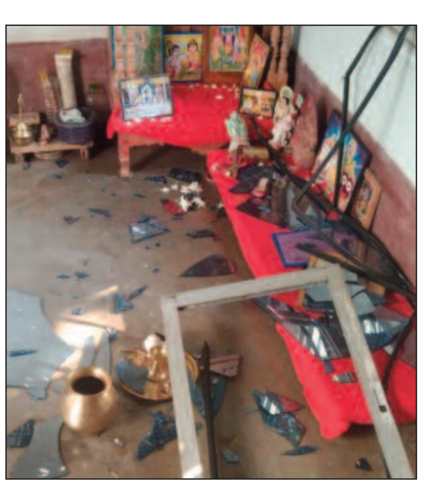

কোনও আক্রমণ করেনি। জয়ের আনন্দে বিজেপির কর্মীরা নিজেরাই এই ধরনের কাজ করেছে বলে তাঁর দাবি। এদিকে, মঙ্গলবার আরামবাগ মহকুমার বেশকিছু জায়গায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও আরামবাগের তৃণমূল নেতৃত্ব রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে ভোটের ফল ঘোষণার পরেই দুর্গাপুরে পুড়ল সিপিএম পোলিং এজেন্টের বোনের দোকান। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দুর্গাপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। যদিও শাসকদল দায় ঠেলেছে বিজেপির দিকে। মহেশতলা, যাদবপুর, পুঁটিয়ারির মতো বিভিন্ন এলাকায় হামলার খবর এসেছে। মঙ্গলবার মহেশতলার বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়া হামলা ভাঙচুর, সিপিএম দপ্তরে দখল চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এর মধ্যে রয়েছে সিপিএম হালতু এরিয়া কমিটির দপ্তরও, যেখানে ভাঙচুর চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। মঙ্গলবার বেশ রাতের দিকে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বাইকবাহিনীকে। এদের প্রায় সবই এলাকার বাইরের বলে দাবি। সিপিএম হালতু এরিয়া কমিটির সম্পাদক মানস মজুমদার অভিযোগ করেন, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এরিয়া কমিটির দপ্তরে হামলা চালায়। ভাঙচুর করে। যাদবপুরের বাঘাযতীনে পোলিং এজেন্ট খোকন দাশগুপ্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। বাঘাযতীন স্টেশন রোডে সিপিএমের দু’টি দপ্তরেও ভাঙচুর করে তৃণমূলের বাহিনী। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচনী ফলাফলের গতিপ্রকৃতি বোঝার পর থেকেই মহেশতলার বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়া তাণ্ডব চালায় তৃণমূলের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা।

কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। দিল্লির রাইস অ্যাভিনিউ আদালতে সাতদিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন চেয়েছিলেন অরবিন্দ, যা আদালত খারিজ করে দেয়। কেজরির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পৃথক নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি। আপাতত তিহাড়ে জেলে বন্দি থাকতে হবে।

তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনের মামলা উঠেছিল বিচারক কাবেরী বাবেজার বেঞ্চে। দিল্লির আদালতে কেজরির হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিবেক জৈন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থায় উদ্বেগের কারণ রয়েছে। তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। একইসঙ্গে আইনজীবী আরও জানান, গত ২ জুন কেজরি যখন আত্মসমর্পণ করেন, তিহাড় জেলে তিনটি যন্ত্রে তিন বার তাঁর ওজন মাপা হয়েছিল। তিন বারই পৃথক ওজন দেখা গিয়েছে। এই সমস্ত যুক্তি দিয়ে কেজরির অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেছিলেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু আদালত আবেদন সায় দেয়নি। বিচারপতি জানিয়েছেন, শারীরিক সমস্যার জন্য কেজরিওয়াল আলাদা করে আবেদন জমা দিতে পারেন, তখন তা বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি

অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনের মামলা উঠেছিল বিচারক কাবেরী বাবেজার বেঞ্চে। দিল্লির আদালতে কেজরির হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিবেক জৈন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থায় উদ্বেগের কারণ রয়েছে। তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। একইসঙ্গে আইনজীবী আরও জানান, গত ২ জুন কেজরি যখন আত্মসমর্পণ করেন, তিহাড় জেলে তিনটি যন্ত্রে তিন বার তাঁর ওজন মাপা হয়েছিল। তিন বারই পৃথক ওজন দেখা গিয়েছে। এই সমস্ত যুক্তি দিয়ে কেজরির অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেছিলেন তাঁর আইনজীবী।

আদালতের তরফে আরও বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন কেন চাইছেন এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে।

রবিবারই তিহাড় জেলে ফিরে গিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর তিনি জেলে যাওয়ার পরই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন আপ নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, কেজরিওয়ালকে সেলে কুলার দেওয়া হয়নি। আবার তিনটি বিভিন্ন ওজন যন্ত্রে আলাদা আলাদা করে তাঁর ওজন মাপা হয়েছে। যদিও সব অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তিহাড় কর্তৃপক্ষের তরফে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় দেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদে থাকাকালীন যাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলে বসেই দিল্লির সরকারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

কিছু দিন আগে লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য তাঁকে ২১ দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। জেলের বাইরে বেরিয়ে আপের হয়ে প্রচারও করেছেন। জামিন শেষে ২ জুন আদালতের নির্দেশ মেনে আবার তিহাড় জেলে ফিরে যেতে হয় তাঁকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ ই জুন। ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ। বৃহস্পতিবার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(পন্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রীবেদী র প্রয়াণ দিবস। বট সাবিত্রী ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে Subhashri Kumar D/o. Aloke Kumar ও Subhshri Kumar D/o. A. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

426372405- LICI পলিসিতে আমার নাম Uttam Mondal, S/o.- Manoranjan Mondal আছে। গত ১৭/০৫/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Amal Kumar Mandal, S/o.- Manoranjan Mandal নামে পরিচিত হলাম।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, চামেলি হাজরা, স্বামী- সুধাংশু শেখর হাজরা, দেবারতি হাজরা, তমোজিৎ হাজরা, উভয়ের পিতা- সুধাংশু শেখর হাজরা, সর্ব্ব সাং-৫ গাঙ্গুলি পাড়া লেন, পাইকপাড়া, পোঃ- কাশীপুর, থানা- চিৎপুর, জেলা- কলকাতা, পিন-৭০০০০২ বিগত ২৬/০৯/২০২২ তাং ৭২৮৮ নং দলিল মূলে রেজিষ্ট্রার U/S 7 (2) of Registration Act. 1908, Paschim Medinipur আমাকে অর্থাৎ সুদীপ্ত হাজরা, পিতা- সুধাংশু শেখর হাজরাকে ০২/১১/২০১১ তাং-এ ৬৬০৭ নং দলিলে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন। যাহার মৌজা- তেঘরী, জে. এল. নং ৩৩৬, দাগ নং-৩১/৬৪, ৩১/৬৫, ৩১/৬৬, পরিমান- ৯৯ শঃ, খং নং- ২০, গড়বেতা ৩ নং ব্লকের অধীন জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর তাহাতে কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি থাকে তবে ১ মাসের মধ্যে বি. এল. আর. ও. গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

Susanta Kumar Jana
Advocate
Midnapore Judges' Court
Paschim Medinipur

নোটিশ

জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩ সালের ৮৮ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীগণঃ ১। সুদীপ্ত জানা। ২। সৌমিলী জানা, উভয়ের পিতা সুবল চন্দ্র জানা ও মাতা মানসী জানা সাং সাহেব বাগান, মানসপুর ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, মগরা জেলা- হুগলী, পিন নং-৭১২১২৩।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যায় যে উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ অত্র আদালতে সাং সাহেব বাগান, মানসপুর, ব্যান্ডেল, মগরা জেলা- হুগলী নিবাসী মৃত সুবল চন্দ্র জানা ও মাতা মানসী জানার ব্যাঙ্ক ও এল.আই.সি-তে জমাকৃত ২১,২৩, ৩৩৪.০৯ টাকা আদায়ের জন্য অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট এর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, উহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিতে পারেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকীদের অনুকূলে সাকসেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে।

তপশীল

মোট ২১,২৩,৩৩৪.০৯ (একুশ লক্ষ তেইশ হাজার তিন শত চৌত্রিশ টাকা নয় পয়সা) মাত্র তৎসহ সুদ পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক কানারা, এল আই. সি. রহিয়াছে।

দরখাস্তকারীর তরফে
উকিল বাবুর নাম
শুভনিতা দাস

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **রৌনক আগরওয়াল,** যিনি বর্তমানে ২, রওলানড রোড, এলগিন, এল আর সরনি, কলকাতা-৭০০০২০-এই ঠিকানাতে বসবাস করেন-এর পক্ষে এবং নির্দেশানুসারে জানাচ্ছি যে, **রৌনক আগরওয়াল** নিম্নলিখিত মূল দলিল সমূহ হারিয়ে ফেলেছে।

কোবালা দলিল নং : ০৬০৯৯ সাল ২০১০, তারিখ ৩০.০৪.২০১০ নথিভুক্ত বুক নং : ১, সি ডি ভলিউম নং : ১৮, পৃষ্ঠা নং : ১৭৫৩-১৭৬৮ এবং অতিরিক্ত নিবন্ধক অফিস-২ কলকাতা-এ রেজিস্ট্রিকৃত।

কোবালা দলিল নং : ০৬১০০ সাল ২০১০, তারিখ ৩০.০৪.২০১০ নথিভুক্ত বুক নং : ১, সি ডি ভলিউম নং : ১৮, পৃষ্ঠা নং : ১৪০৩-১৪১৮ এবং অতিরিক্ত নিবন্ধক অফিস-২ কলকাতা-এ রেজিস্ট্রিকৃত।

উক্ত মূল দলিলসমূহ কোথাও রাখা রয়েছে এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণে আমার মক্কেল বালিগঞ্জ থানায় একটি জি ডি রুজু করেছেন ১৯.০৪.২০২৪ তারিখে যার জি ডি ই নং : ১৫১১ তারিখ ২২.০৪.২০২৪।

ওই প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি / আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর উক্ত সম্পত্তি ক্ষেত্রে কোনো দাবি, সত্ত্ব, অধিকার থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে প্রমাণসহ জানাবেন। অন্যথায় মনে করা হবে যে কারো কোনো দাবি নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকার করা হবে না।

আবার যদি কোনো ব্যক্তি / আর্থিক প্রতিষ্ঠান হারিয়ে যাওয়া দলিল খুঁজে পেয়ে থাকেন বা হারানো দলিল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তা আমার কাছে ফেরৎ করবেন বা আমার ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন বা নিম্নে বিবৃত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করবেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।

এলা সান্যাল (এডভোকেট)
ঠিকানা : ৪ গভর্নমেন্ট প্লেস
ডেলটা হাউস, সপ্তম তল
রুম নং : এইচ ১, কলকাতা-৭০০০১
মোবাইল নং : ৮৬৯৭৬৬০৬১৬

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী চন্দননগরে অবস্থিত ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ২৬/২০২৩
শ্রীমতী দেবদ্যুতি ঘোষ,
...দরখাস্তকারীনি
-বনাম-
শ্রীমতী অপর্ণা হালদার, ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রীমতী দেবদ্যুতি ঘোষ, পিতা-ঁ অমিত কুমার ঘোষ, সাং- ২৭ নং মোরান রোড, পোঃ- গোন্দলপাড়া, থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৭ চন্দননগরস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চন্দননগর শাখায় আমার মাতামহ (দিদিমা) অধূনা মৃত অনিমা ঘোষ স্বামী- ঁপ্রশান্ত ঘোষ এবং আমার মা অধূনা মৃত অনন্যা ঘোষ স্বামী-ঁ অমিত কুমার ঘোষ, তাহাদের জয়েন্ট সেভিং একাউন্ট নং ১০৪৮০৫৬১১৮৯ উপর একটি সাকসেশন সার্টিফিকেট নিমিত্তে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমাটি হুজুর আদালতে আনয়ন করিয়াছি, ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি/ নোটিশ প্রকাশ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত কোর্টে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উপরিউক্ত মামলাটি একতরফা শুনানী হইবে।

নাম ও ডেস্টস সিকিউরিটি- স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চন্দননগর ব্রাঞ্চ, সেভিং ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর- ১০৪৮০৫৬১১৮৯, **নাম-** শ্রীমত্যা অনিমা ঘোষ, শ্রীমত্যা অনন্যা ঘোষ, **এমাউন্ট-** ০৫,৮৩,৪৪৩.১১ পয়সা সহ ইন্টারেষ্ট।

দরখাস্তকারীনির পক্ষে-
শ্রী শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
চন্দননগর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন এবার কী কী হয়, জল্পনায় ঘৃতাহুতি তেজস্বীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পরেই দিল্লিবাড়ি কার দখলে যাবে, কারা সরকার গড়বে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এমতবস্থায় লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়ে দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে বলেন, 'এখনই উতলা না হয়ে একটু ধৈর্য ধরে দেখ তে থাকুন এবার কী কী হয়!'

তেজস্বী একথা বলার কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি একই বিমানে এনডিএ শরিক জেডিইউ প্রধান তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে সফর করেছেন। নীতীশের হাতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র পত্তন হলেও, লোকসভার আগে হঠাৎই তিনি তা ছেড়ে এনডিএ-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। বর্তমানে এই নীতীশ কুমারই এখন সরকার গড়তে বিজেপি ও বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া' নেতৃত্বের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে আসা তেজস্বী দিল্লিতে পৌঁছন নীতীশের সঙ্গে একই বিমানে। স্বাভাবিক ভাবেই নীতীশের সঙ্গে কোনও কথা হল কিনা, তা নিয়ে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন। তাতে তেজস্বী বলেন, 'নমস্কার, প্রমাণ, কুশল-মঙ্গল এই ধরনের কথাই হল।' তার পরেই সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তেজস্বীর মন্তব্য, 'একটু ধৈর্য ধরুন। দেখতে থাকুন আগামী দিনে কী কী হয়!'

দিল্লির শিশুদের চক্ষু হাসপাতালে আগুন

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: দিল্লির শিশুদের চক্ষু হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। বুধবার সকালে লাজপত নগরে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। ইতিমধ্যেই অগ্নিকাণ্ডের যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের মূল ভবন থেকে প্রচুর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। যদিও দমকলবাহিনী। আগুন নেভানোর কাজের পাশাপাশি ভিতরে কেউ আটকে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন উদ্ধারকারীরা। ওই শিশু হাসপাতালে কী ভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১০ দিনের মধ্যে দিল্লির শিশু হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের এটি দ্বিতীয় ঘটনা। গত ২৬ মে দিল্লির একটি শিশু

ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ ওই হাসপাতালে আগুন ধরার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসপাতালে আগুন লাগে। তাতে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সাত সদ্যোজাতের। দমকল গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং শিশুদের উদ্ধার করলেও, চিকিৎসা চলাকালীন দগ্ধ ছ'জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও একজনের মারা যায়।

মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এবার ইস্তফার ইচ্ছা ফড়নবিশের!

মুম্বই, ৫ জুন: মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এবার ইস্তফা দিতে চাইলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ! ভোটের ফলপ্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার বিজেপি নেতৃত্বকে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন তিনি। যদিও দলীয় নেতৃত্বের তরফে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই অন্দরের খবর। তবে তাঁর উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে চাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

২০১৯ সালের তুলনায় মহারাষ্ট্রে বিজেপির ফল এবার অনেকটাই খারাপ। এই রাজ্যে বিজেপির সাংসদের সংখ্যা ২৩ জন থেকে নেমে দাঁড়াল নয়ে। তাঁর রাজ্যে বিজেপির এহেন খারাপ ফলে দায় নিয়েই উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি চান বলেই দাবি করলেন ফড়নবিশ। ফড়নবিশ বলেন, 'সামনেই বিধানসভা নির্বাচনে কথা

মাথা রেখে এখন থেকেই আমি দলের সাংগঠনিক কাজকর্মে মন দিতে চাই, যাতে বিধানসভায় দলের ফল ভালো হয়। সে জন্যই রাজ্য সরকারের পদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছি।'

বুধবার পর্যালোচনা বৈঠকে বসে মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে ফড়নবিশ ছাড়াও রাজ্যের শীর্ষ বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দলের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করাই ছিল বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়। এবারের নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিরোধীদের জোট 'ইন্ডিয়া'র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৪৮ আসনের মহারাষ্ট্রে বিজেপির হাতে এসেছে মাত্র ন'টি আসন, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা সাতটি আসন এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী একটি আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেসের দখলে এসেছে ১৩টি আসন, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ন'টি, শরদ পাওয়ারের এনসিপি সাতটি আসনে জয়লাভ করেছে। নির্দল প্রার্থী জিতেছেন একটি আসনে। লোকসভার আসনসংখ্যার নিরিখে উত্তরপ্রদেশের ঠিক পরেই এই রাজ্য। ২০১৯-এ এখানে মোট ২৩ আসনে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। ১৮টি আসন দখল করে দ্বিতীয় স্থানে ছিল শিবসেনা। চারটি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে এনসিপি এ ছাড়া কংগ্রেস, এআইএমআইএম এবং নির্দল একটি করে আসন পেয়েছিল। এবার ২৩ থেকে নয়ে নেমে এল বিজেপি।

বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ

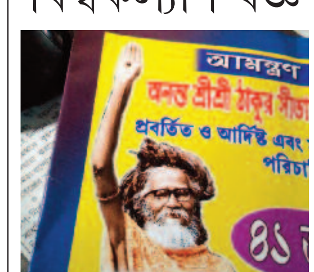

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি জেলার ডুমুরদহতে তিনদিনের ৪১তম বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে শুক্রবার ৭ জুন থেকে ৯ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রবর্তিত এই যজ্ঞে সত্যযুগের ধারাপরম্পরা অনুযায়ী বেদমন্ত্র আহ্বানের মাধ্যমে অরণীকাঠের ঘর্ষণের মাধ্যমে অগ্নি প্রজ্জ্বলন ও স্থাপন করা হবে। তিনদিনই সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীনাম পূজা, যজ্ঞারম্ভ, আহুতি, এবং প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সামগ্রিক যজ্ঞ পরিচালনা করবেন মহারাজ আনন্দদেব বলে আশ্রম সেবক উত্তম দে জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের কাছে ইস্তফা নবীনের, কুর্সিতে কে বসবেন, জল্পনা তুঙ্গে

কটক, ৫ জুন: ওড়িশার রাজনীতিতে ইন্দ্রপতন। জনগণের রায় মেনে নিয়ে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নবীন পট্টনায়েক। রীতি মেনে বুধবার রাজ্যপাল রঘুবর দাসের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি।

ওড়িশায় লোকসভা এবং বিধানসভা, দুই ভোটেই হেরে গিয়েছে তাঁর দল বিজু জনতা দল তথা বিজেডি। একসয় এনডিএ-তে বিজেপির বিজেপির শরিক ছিল বিজেডি। আর এবার তাদের কাছেই লোকসভার সবক'টি আসনে হেরেছে। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর ব্যাপারে মঙ্গলবারই স্পষ্ট হয়ে যেতেই বুধবার সকালে ওড়িশার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পদত্যাগপত্র দেন ওড়িশার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক।

ওড়িশায় লোকসভায় ২১টি আসনের সবকটিই হাতছাড়া হয়েছে

বিজেডির। সেখানে বিজেপি জিতেছে ২০টি আসনে আর কংগ্রেসের ঝুলিতে এসেছে একটি আসন। আবার ওড়িশার ১৪৭টি বিধানসভা আসনের ৭৮টিতে জয় ছিনিয়ে নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। বিজেডি পেয়েছে ৫১টি আসন। কংগ্রেস ১৪টি। আর অন্যরা ৪টি। ফলে বিরোধীদের সঙ্গে জোট বেঁধেও ওড়িশায় সরকার গড়ার অবস্থায় নেই বিজেডি। ওড়িশায় বিজেপি সরকার গড়ার আগে পর্যন্ত রাজ্যপাল নবীনকে বলেছেন সরকার চালিয়ে নিয়ে যেতে। নবীন তাতে ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছেন।

টানা পাঁচবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এবার ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষমতায় এলে নবীন পট্টনায়েক দেশের সবচেয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় থাকা পবন চামলিংকে সরিয়ে শীর্ষে উঠে আসতেন। পবন ২৪ বছর ১৬৫ দিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আর নবীন ওই পদে ছিলেন ২৪ বছর ৮৮ দিন। রেকর্ড ভাঙার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও বিজেডি সুপ্রিমোকে শুকনো মুখেই ওড়িশার পদ ছাড়তে হল।

নবীনের ইস্তফার পরই ভুবনেশ্বরের কুর্সিতে এবার কে বসবেন তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপির অন্দরে যে সব নাম ঘোরাফেরা করছে, সেগুলো হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আদিবাসী মুখ জুয়াল ওরাম, দলের জাতীয় সহ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিজেপির মুখপাত্র তথা সদ্য নির্বাচিত সাংসদ সম্বিত পাত্র। তবে অচেনা কোনও মুখকে বেছে নিতে পারে বিজেপি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ জুন ২০২৪ ২২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

অন্তর্দ্বন্দ্বেই পরাজয়? ‘কাঠিবাজি’তে ক্ষুব্ধ দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ্মে ফের বিভাজন! শুধুই পরাজয় নয়, বড়সড় হার একদা রাজ্য বিজেপির কান্ডারী দিলীপ ঘোষের। মনে রাখা প্রয়োজন, ঠিক পাঁচ বছর আগে উনিশের লোকসভা নির্বাচনে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিজেপি নেতাই বাংলায় পদ্ম ফুটিয়েছিলেন। সেবার মোট ১৮টি আসন পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সেই ম্যাজিক কাজে অসল না। সবুজ ঝড়ে বেসামাল হল গেরুয়া তরী। অনেকটাই কমল আসন। বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ভোটে পরাজয় ঘটল দিলীপ ঘোষের। সংবাদমাধ্যমে তাঁর বিস্ফোরক দাবি, ‘চক্রান্ত’ করে তাঁকে হারানোর হয়েছে। দলের একাংশের ‘কাঠিবাজি’ এর একটা বড় কারণ। সরাসরি কারওর দিকে আঙুল না তুললেও, দলের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দিলীপ। আপাতত কলকাতায় নিউ টাউনে নিজের ফ্ল্যাটেই ‘গৃহবন্দি’ হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

কিছুটা অভিমানের সুরেই দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমি হারিনি। বিজেপি হেরেছে।’ একই সঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, ‘আমাকে যে কাঠি করে মেদিনীপুর থেকে সরানো হয়েছে, সেটা তো কারওর অজানা নয়! মাঝখান থেকে আমাকে হারাতে গিয়ে মেদিনীপুর আসনটাও হাতছাড়া হল দলের!’

প্রসঙ্গত, রাজনীতিতে পা রাখার পর রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এই দুঁদে নেতা। তারপর দু দফায় প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর রাজ্য সভাপতি এবং পরে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির পদ সামলেছেন। খড়্গপুর সদর বিধানসভা আসনে প্রথম ভোটে দাঁড়িয়েই ছ’বারের কংগ্রেস বিধায়ক জ্ঞান সিংহ সোহনপালকে হারিয়েছিলেন তিনি। এরপর তিন বছরের মধ্যে মেদিনীপুর লোকসভা আসনে জয় নিশ্চিত করেন। তবে রাজনীতিতে আসার পর এই প্রথম ভোটে হারলেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য বিজেপির একাংশ নেতৃত্বের ইচ্ছায় দিলীপকে বর্ধমান-দুর্গাপুরে পাঠানো সিদ্ধান্ত নেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলের অন্দরেই শোনা যায়, দিলীপের মেদিনী পুর অসন বদল করানো নিয়ে বারবার দিল্লির শাহী দরবারে তদারকি করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদাররা। যদিও এই গুঞ্জনকে মিথ্যা বলেই দাবি করে রাজ্য গেরুয়া শিবির। সেই সময়ে দিলীপ কিছুটা প্রতিবাদ করলেও পরে তাঁর মূল সংগঠন আরএসএস দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হন তিনি।

তাঁর আগামী পদক্ষেপ কী হবে, সে বিষয়ে দিলীপ ঘোষ জানান, তিনি সঙ্ঘের পূর্ণ সময়ের কর্মী। সংগঠনের ইচ্ছাতেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। দল সাধারণ সম্পাদক বানিয়েছিল। সভাপতি বানিয়েছিল। এখন তাঁকে নিয়ে দলই সিদ্ধান্ত নেবে। নয়তো তিনি নিজের ডিসিশন জানিয়ে দেবেন দলকে।’ একদা যাঁর হাত ধরে রাজ্য বিজেপির উত্থান, তাঁর এই পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না দলের একাংশ। এখন দেখার হারের বিশ্লেষণ কোন দিকে মোড় নেয়।

২০২৪-এ সংসদে পা রাখতে চলেছে তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিবেন: ২০১৯ সালের রেকর্ড ধরে রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। এবারও এ রাজ্য থেকে সংসদের যাচ্ছেন ৪২ জন। যার মধ্যে তৃণমূলের ২৯। আর এই ২৯ জন সংসদের মধ্যে যারা পা রাখবেন তাঁরা অনেকেই পুরনো। তবে একাধিক নতুন মুখের চমকও রয়েছে। এবার ২৯ জনের মধ্যে ১১ জন নারী। এককথায় নারী ব্রিগেড তৃণমূলের।

লোকসভা, বিধানসভা থেকে পুরসভা বা পঞ্চায়েত- নির্বাচন যে স্তরেরই হোক না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হিসাবে সবসময়ই এগিয়ে রাখেন মহিলাদের। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও তার অন্যথা হয়নি। তবে এবরের নারী ব্রিগেডের সবথেকে বড় চমক, মহুয়া মৈত্র। যাঁকে ঠিক ভোটের মুখে বহিষ্কার করা হয়েছিল সংসদ থেকে। গণদেবতর রায়ে ফের সংসদভবনে পা রাখতে চলেছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।

এর পাশাপাশি সামনে উঠে আসছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষের নামও। ২০১৯ সালে দু’বারের তৃণমূল সাংসদ রত্না দে নাগকে হারিয়ে লকেট চট্টোপাধ্যয়কে বিজেপিকে উপহার দিয়েছিলেন হুগলি। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গ রাজনীতিতে পা রেখেই ওই কেন্দ্র মমতার হাতে ফের তুলে দিলেন রচনা। অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে মেদিনীপুরে বিজেপি প্রার্থী করেছিল অগ্নিমিত্রা পালকে। জুন মালিয়া বিজেপির সেই আসনে জিতে উপহার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিকে যাদবপুর থেকে সাংসদ হয়েছেন সায়নী ঘোষ। সাংসদ হয়েছেন আরামবাগের মিতালি বাগ। যাঁকে প্রার্থী করা নিয়েই দলের মধ্যে তৈরি হয়েছিল অসন্তোষ। তবে মিতালির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এছাড়াও রয়েছেন বর্ধমান পূর্বের শর্মিলা সরকার। এর সঙ্গে পুরনো মুখ বলতে মালা রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডলেরা।

এবার বাংলা থেকে যে ১১ জন মহিলা যাচ্ছেন সংসদে তাঁরা হলেন, কৃষ্ণনগরের মহুয়া মৈত্র, কলকাতা দক্ষিণে মালা রায়, বারাসতের কাকলি ঘোষ দস্তিদার, উলুবেড়িয়ার সাজদা আহমেদ, বীরভূমের শতাব্দী রায়, জয়নগরের প্রতিমা মণ্ডল, যাদবপুরের সায়নী ঘোষ, বর্ধমান পূর্বের শর্মিলা সরকার, মেদিনীপুরের জুন মালিয়া, হুগলির রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরামবাগের মিতালি বাগ।

ব্যারাকপুর জুড়ে ‘তাণ্ডব’ গণপ্রতিরোধের ডাক অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মীদের মারধোর, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে শাসকদলের একাধিকজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ফের পুনরাবৃত্তি ঘটলো বঙ্গে। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোতেই ফের ব্যারাকপুরে জুড়ে সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আলেকজান্ডার জুটমিল লাইনে তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে। অপরদিকে ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোমিনপাড়া পুরানী তলাব এলাকায় এক দলীয় সমর্থক সালেয়া বিবির বাড়ির দেওয়ালে এবং টালির চালে বোমা মারা হয়েছে। সালেয়া বিবির অভিযোগ, কালাবাবু ও বাদল দলবল নিয়ে এসে তাঁর বাড়িতে বোমাবাজি করেছে। অভিযোগ, ভাটপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর আমতলা এলাকায় ছাত্র নেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জির বাড়িতে তান্ডব চালিয়েছে তৃণমূলীরা। গোলঘর কোয়াটারে সি ব্লকের বাসিন্দা দলীয় কার্যকর্তা রাজু শ্রীবাস্তবের বাড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়ের মাছের ভেরি ব্যবসার অফিস ঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভোটের ফল বেরোতেই ব্যারাকপুর জুড়ে তান্ডব শুরু করেছে শাসকদল। পুলিশের উপস্থিতিতে ভাটপাড়ার পুরানী তলাব এলাকায় দলের এক সমর্থকের বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ খতমের দাবি করেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, উল্টে পার্থ ভৌমিকই গুন্ডারাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে। গণ প্রতিরোধ গড়ে তিনি হিংসা মোকাবিলার ডাক দিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে পার্থ ভৌমিকের দাবি, মাত্র তিনটি ঘটনা ঘটেছে। ব্যারাকপুরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে, ভাটপাড়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড মাদ্রালে এবং ভাটপাড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোমিন পাড়ায়। মাদ্রালে তিনি নিজে গিয়েছিলেন। ব্যারাকপুরে পুরপ্রধান উত্তম দাসকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। আর মোমিনপুরের ঘটনায় তিনি পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

বিদেশে ঋতুপর্ণা, ইডি অফিসে হাজিরা এড়ালেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় বুধবার ইডির হাজিরা এড়ালেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ৫ জুন বুধবার অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে ইডি অফিসে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে।

ইডি সূত্রে খবর, ঋতুপর্ণা কলকাতার বাইরে থাকায় ই-মেল মারফত সময় চেয়েছেন। ৬ তারিখের পর ডাকলে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ঋতুপর্ণাকে তলব করেছে ইডি।

ঋতুপর্ণাকে যে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফ থেকে প্রথমবার তলব করা হল তা নয়। এর আগে অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় নাম জড়িয়েছিল তাঁর। ২০১৯ সালে রোজভ্যালি মামলায় টলি অভিনেত্রীকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সে সময় তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হয়েছিলেন ঋতুপর্ণা।

আজ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরই রাজ্য জয়েন্ট-এর ফল প্রকাশের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জয়েন্ট বোর্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রকাশিত হবে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল। বোর্ডের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে দুপুর আড়াইটে নাগাদ তা জানানো হবে। চারটে থেকে পরীক্ষার্থীরা তা দেখতে পাবেন বোর্ডের ওয়েবসাইটে।

গত বছর নভেম্বর মাসে ২০২৪ সালের রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এবছরের ২৮ এপ্রিল অর্থাৎ লোকসভা ভোটের মাঝেই হয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। পরীক্ষার একমাসের একটু বেশি সময় পর, ৬ জুন প্রকাশিত হচ্ছে ফলাফল।

সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে সল্টলেকে বোর্ডের ভবন ‘রুপান্ন’তে হবে সাংবাদিক বৈঠক। বিকেল চারটে থেকে বোর্ডের ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। মিলবে র‍্যাঙ্ক কার্ড। তারপর কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে বোর্ড।

বঙ্গের রাজনীতিতে উত্থান তৃতীয় এক শক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফল দ্বিমুখী লড়াইয়েরই প্রতিফলন। তৃণমূল বনাম বিজেপি। দাগই কাটতে পারল না কংগ্রেস, বাম। একমাত্র মুর্শিদাবাদে মহম্মদ সেলিম ‘সেকেন্ড বয়’ হয়ে রয়ে গেলেন।

অন্যদিকে, কংগ্রেস মালদহ দক্ষিণের আসন ধরে রাখতে পেরেছে। ডালুবাবুর ছেলে ঈশা খান চৌধুরী মান রেখেছেন। আর সিপিএম যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। তবে প্রশ্ন উঠছে, নিজেদের নাক কেটে হলেও তৃণমূলের যাত্রা কিছুটা কী ভঙ্গ করতে সফল হল বাম-কংগ্রেস?

এবার একাধিক তরুণ মুখে ভরসা রেখেছিল আলিমুদ্দিন। কিন্তু ভোটের ফলে দেখা যাচ্ছে যাদবপুরের সৃজন ভট্টাচার্য বা শ্রীরামপুরের দীপ্সিতা ধর, ডায়মন্ড হারবারের প্রতীক-উর-রহমানরা কেউই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যায় সিপিএমের পক্ষে পড়েছে প্রায় ৩৩ লক্ষের মতো ভোট। এর মধ্যে সেলিমেরই প্রাপ্তি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ভোট।

বরং এবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আইএসএফ। বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, বারাসত কেন্দ্রে বামেদের পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। সেখানে বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে দেখা যায়নি বসিরহাটের সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দারকে। সামগ্রিক ভোট বিশ্লেষণ করে মহম্মদ সেলিমও মেনে নিয়েছেন, ‘হয় কাঁধটা আমাদের অতটা চওড়া নয়। না হলে যতটা বোঝা আমাদের কাঁধে মানুষ দেবে ভেবেছিলাম, ততটা বোঝা দেননি। বা আমাদের কাঁধের উপর পুরোটা ভরসা করতে পারেননি। অনেক কিছুই হতে পারে। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসবে। দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।’

তবে ভোট বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে বাম-কংগ্রেস নিজেদের ঘর গোছাতে না পারলেও তৃণমূলের পথে কাঁটা কিছুটা বিছিয়ে দিতে পেরেছে সিপিএম। যেমন, রায়গঞ্জে ৬৭ হাজার ভোটে হেরেছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। ২ লক্ষ ৬২ হাজার ভোট কেটেছেন কংগ্রেসের আলি ইমরান রামজ। অন্যদিকে, মালদহ উত্তরে ৭৬ হাজার ভোটে হেরেছেন তৃণমূলের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই আসনেই ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ভোট কেটেছেন কংগ্রেসের আলম মোস্তাক। প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থীর নাম করে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘আপনাদের এখানে কংগ্রেসের যিনি দাঁড়িয়েছেন, ইনি বিজেপির চোখ। আর সিপিএমের চোখ। এরা ভোটে দাঁড়িয়েছে, জানে জিতছে না। তবু মুসলিমদের মধ্যে ভোটটা কাটাকাটি করে বিজেপিকে জিতিয়ে দেওয়া যায়।’ শুধু তাই নয়, ভোটের বিপুল জয়ের পর মঙ্গলবারও মমতা বাম, কংগ্রেস, আইএসএফকে এক বন্ধনীতে এনে আক্রমণ করেন। তাঁকে এও বলতে শোনা যায়, ‘বিজেপিকে সাপোর্ট দেয় এখানকার কংগ্রেস ও সিপিএম। আর একটা মুসলিম পার্টি জন্মেছে। তাদের বলব নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবেন না।’ একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, উত্তর দিনাজপুরে বিজেপির এই সিটটা বাড়িয়ে কী লাভ হল তা নিয়েও। সঙ্গে এও বলেন, বিজেপির এই সিটটা কমলে তো দু’টো ভোট মাইনাস হতো বিজেপির। বলা বাহুল্য, আইএসএফ ব্যাকফুটে থেকেও তৃতীয় শক্তির কাজ করেছে। মথুরাপুর, বসিরহাটের মতো এলাকায় আইএসএফের শক্তি বৃদ্ধি যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গ রাজনীতিতে ইন্দ্রপতন হয়েছে অনেকগুলোই। তবে সবার আগে নিশ্চয়ই থাকবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নাম। এবার বহরমপুর থেকে হেরে সাংসদ পদ খুইয়েছেন। এবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদও ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশও করেন তিনি। তাঁর বদলে যোগ্য কাউকে প্রদেশ সভাপতির পদে বসানোর জন্যও কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বকে অনুরোধ করেছেন অধীর অন্তত এমনটাই সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, এবার জয়ী হলে বহরমপুর থেকে টানা ছয়বার জয়ী হতেন অধীর। তাঁর হারই সম্ভবত লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে সবথেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। অধীরের কথাতেও তাই ঝড়ে পড়েছে হতাশা। এমনকি, তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু বলতে শোনা যায়নি অধীরকে।

একইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর এও জানান, ‘কী করব আমি জানি না। কোনও দিন রাজনীতি করা ছাড়া কিছু শিখিনি। দিল্লিতে আমি নিজেকে বিপিএল সাংসদ বলতাম। সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ব্যবসা, বাণিজ্যও শেষ হয়ে গিয়েছে।’

বিশ্লেকরা অনেকেই বলছেন, উগ্র মমতা বিরোধিতা করতে গিয়েই নিজের সমস্যা বাড়িয়েছেন অধীর। ভোটে তো হারতে হলই, উল্টে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাতের পথে গিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডেরই বিরাগভাজন হয়েছেন অধীর। এমনকি, বিপক্ষে ইউসুফ পাঠানের মতো তারকা মুখ থাকলেও অধীরের সমর্থনে প্রচারে আসেননি রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের কোনও শীর্ষ নেতারা।

মুখে না বললেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপরে অভিমানী অধীর বলেন, ‘তাঁদের হয়তো মনে হয়েছে আমার পাশে দাঁড়ানোর দরকার নেই। রাহুল গান্ধি তো এখানে ন্যায় যাত্রায় এসেছিলেন। ভালই প্রচার হয়েছে। এটা দিল্লির বিষয়। আমি কিছু বলতে পারব না।’

সাংসদ পদ হারালেও এখনও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে রয়েছেন অধীর। যদিও সেই পদ ছাড়তে চান তিনি। এবিষয়ে অধীর বলেন, ‘দল এখন ব্যস্ত। আমি তো আগেই বলেছিলাম আমার বদলে অন্য কাউকে প্রদেশ সভাপতি করা হোক। কারণ সময় দিতে পারতাম না। সনিয়া গান্ধি বলেছিলেন বলে এই পদে ছিলাম। এখন দল যোগ্য কাউকে এই পদে বসাক।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের বিরোধিতা নিয়েও মুখ খুলেছেন অধীর। তাঁর সাফাই, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত সংঘাত নেই। দিল্লি থেকে বললে জোট হত। আমি বলেছিলাম এখানকার সরকার আমাদের দল করতে দিচ্ছে না।’ আর তাতেই কী খেসারত দিতে হল কগ্রেসের তাবড় এই নেতাকে? তৃণমূলের উদ্দেশ্যে অধীরের বার্তা, ‘পশ্চিমবঙ্গে তো সব দখল হয়ে গেল আর সন্ত্রাস করে কী হবে? আমার উপরে যা খুশি করুন কিন্তু কংগ্রেস করার অপরাধে কারও উপরে আক্রমণ করবেন না।’

ভোট পরবর্তী হিংসা ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট পরবর্তী হিংসা ব্যারাকপুরে। বিজেপি কার্যকর্তার বাড়িতে তান্ডব চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ব্যারাকপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শঙ্খ বণিক কলোনির ঘটনা। অভিযোগ, পার্থ ভৌমিক জেতার পরই মঙ্গলবার রাতে বিজেপির কার্যকর্তা বাবু নাগের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন। যদিও সেই তান্ডবের সময় বিজেপি নেতা ও তাঁর পুত্র বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনায় আতঙ্কিত নাগ পরিবার। বিজেপি নেতার পুত্র রণজিৎ নাগের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ সেন দলবল নিয়ে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকে ওরা তান্ডব চালায়। রণজিতের অভিযোগ, কাচের বোতল, ইঁট, পাটকেল ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে মারা হয়। ফুলের টব ও জানলার কাঁচ ভাঙচুর করা হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে তাঁর খুদে সন্তান। বুধবার বেলায় ব্যারাকপুরে নাগ বাড়িতে আসেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ সেনের নেতৃত্বে দলীয় কার্যকর্তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। মহিলাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ১০০০ টাকার বিনিময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আছেন। কিন্তু হাজার টাকার বিনিময়ে যারা ভোট দিচ্ছেন। একদিন তাদের বাড়িতেও হামলা হতে পারে। প্রাক্তন সাংসদ এদিন আরও দাবি করেন, ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য দায়ী পার্থ ভৌমিক। ভোটে জিতে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ কায়েম করার চেষ্টা চলছে। ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস জানান, এই ধরনের ঘটনা তাঁরা সমর্থন করেন না। তবে ঘটনা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

অনিশ্চয়তার দরুণ শ্রমিকরা বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন

দেশের শ্রমিকদের ইজরায়েল যাত্রায় উৎসাহ দিচ্ছে সরকার, যা আমাদের দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার নির্দেশক। ইজরায়েলের নির্মাণ শিল্পে ৯০ হাজার প্যালেস্টাইনি শ্রমিকের প্রস্থানের পর ভারত থেকে এক লক্ষ শ্রমিক নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে গাজার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই ৪২০০০ ভারতীয় নির্মাণ শ্রমিক ইজরায়েলে পাঠানোর জন্যে দুই দেশের সরকার চুক্তি সম্পন্ন করে। গত ২ এপ্রিল ৬০ জনের প্রথম একটি দল যাওয়ার সময় তাঁদের নিয়ে একটি বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় বলে এ দেশে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত এক্স হ্যান্ডলে জানান। এর জন্যে তিনি ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শ্রমিকরা এই যাওয়ার সুযোগকে একটি বিশেষ প্রাপ্তি মনে করছেন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে ইজরায়েল-গাজা সংঘাত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও শ্রমিকরা যেতে চাইছেন, কারণ দেশে সঠিক বেতনের কোনও কাজ নেই। যে সব কাজ করে দেশে ১০-১৫ হাজার টাকার বেশি পাওয়া যায় না, ইজরায়েলে সেই কাজের জন্য মাসে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। ভারত সরকার ইজরায়েল সরকারকে শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছে। যে শ্রমিকরা পাড়ি দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে বিএড ডিগ্রিপ্রাপ্তও আছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ করতে গিয়ে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। দেশের মানবসম্পদকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করার কথা আমরা ভাবছি না। দেশের অভ্যন্তরে আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে শোচনীয় ভাবে অসফল। এর মধ্যে যে সব সরকারি কাজ, যেমন; ১০০ দিনের কাজ, যা দেশের মানুষকে স্থায়ী কাজ দেয়, সেগুলিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাই শ্রমিকরা বিদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের নিরাপত্তা, মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাঁরা যেন বিজাতীয় ঘৃণা ও শোষণের বলি না হন।

আনন্দকথা

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা করব।"
সকল কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরর ঘর আসিতেছেন। কুঠির কাছে মাস্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, চাষারা হাট গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।"
সন্ধ্যা হইল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

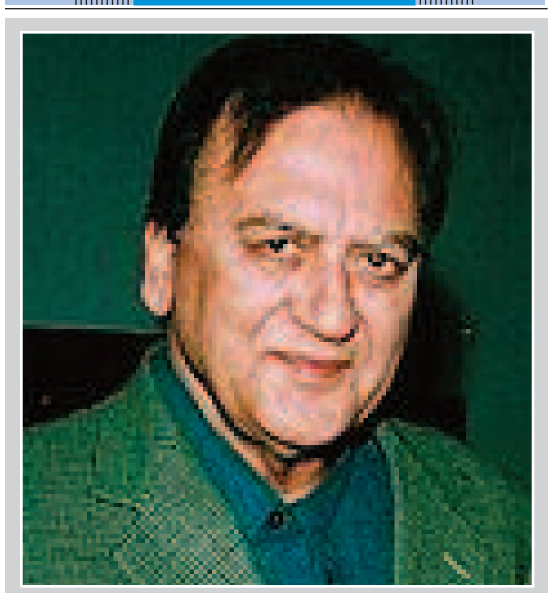

সুনীল দত্ত

১৯২৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল দত্তের জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল জোশীর জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নেহা কক্করের জন্মদিন।

উচ্চশিক্ষায় গতে বাঁধা ছকে আর না চলার কথাই আজ কৃতীর মুখেই বেরিয়ে আসছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

আসলে আমরা অতীতে বাস করলেও দৃষ্টি থাকে ভবিষ্যতে। এজন্য জন্মানোর পর থেকেই নয়, তার অনেক আগে থেকেই শুধু বাবা-মা থেকে আত্মীয়স্বজনের অনেকের মধ্যেই নব্জাতকের ভবিষ্যতে নিজের স্বপ্নপূরণের সদিচ্ছা জেগে ওঠে। সেখানে কল্পনার লাগামহীন চলনে কোনো স্থিরতা নেই। এজন্য শৈশবেই 'বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও' থেকে ছাত্রজীবনে 'তোমার জীবনের লক্ষ্য কী'র প্রতিই প্রশ্নকর্তার কৌতূহলী অন্তর্দৃষ্টি সার্চলাইট হয়ে ওঠে। কারও ভবিষ্যৎ জেনে নেওয়ার অদম্য কৌতূহলের মধ্যে যেমন মানসিকতা বুঝে নেওয়ার সদিচ্ছা থাকে, তেমনই তার লক্ষ্যের মিলিয়ে দেখার বাতিক ভর করে। সেখানে যোগ্যের উৎকর্ষ বিচারে বাছাইয়ের আভিজাত্য স্বাভাবিক মনে হয়। তাতে আবার কৃতিত্ব জাহিরের আয়োজনে কৃত্রিমতা অনিবার্য।

এবছর উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে কৃতী ছাত্রদের কাছে কয়েকটি ধরাবাঁধা প্রশ্ন প্রশ্ন ছুটে আসে। এই রেজাল্ট প্রত্যাশিত কিনা, বা, এজন্য কীরকম প্রস্তুতি নিয়েছিলে গোছের পরেই যে প্রশ্নটি ধেয়ে আসে, তা হল, এখন 'তুমি কী নিয়ে পড়বে' বা 'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী'। মোদ্দা কথা, 'তুমি কী হতে চাও'-এর কৌতূহলের বাতিক অজান্তেই প্রশ্নের মুখে উঠে আসে। যেন সেই শিক্ষক-ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উত্তর এল বলে। সেখানে পেশায় উচ্চ পদমর্যাদার চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা আপনাতেই আভিজাত্য লাভ করে। শুধু বড়সড় কেউকেটা হলেই চলে না, সমাজসেবার আদর্শ তাতে সমান সচল। এজন্য সংবাদমাধ্যমের সরাসরি সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকদের কৃতীদের ছেকে ধরে ছকবন্দি প্রশ্নবাণ ছুটিয়ে তার উত্তর পাইয়ে দেওয়ার অস্থিরতাকে তীব্র প্রতিযোগিতা মনে হলেও সকলের মধ্যেই তার উত্তর মেলানোর গা ছাড়া ভাব জেগে থাকে। যেন সবাই সেগুলি জানে, শুধু মিলিয়ে নেওয়ায় অপেক্ষামাত্র। প্রশ্নগুলি যেমন কমন, উত্তরগুলোই প্রায় একই গড়নের। এবার তাতেই তাল কাটল। এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্যদীপ জানিয়ে দেয়, সে রাশিবিজ্ঞানী হতে চায়। ব্যতিক্রমী উত্তর শুনে সাংবাদিকের অনেকেই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তার অনিচ্ছার কারণ জানতে চাইলে সপাটে সে জানিয়ে দেয় সবাই ডাক্তার হলে রোগী হবে কে! এতে যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তরের মোক্ষম দাওয়াইয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সেই ভিডিও ক্লিপটি ভাইরাল হয়ে যায়। যেন অনেকদিন পরে কেউ মুখের মতো জবাব দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সবাইকে কেন ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, কেন ইচ্ছেটা সবার একরকম হবে, এসব নিয়ে দীর্ঘদিনের জমে থাকা মনের কথা এতদিনে বেরিয়ে এল মনে হল। ছকবন্দি কৃত্রিম ইচ্ছেগুলো যে আর বহন করা যাচ্ছে না, সেই বার্তাই যেন সৌমদীপের কথায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

আসলে আমরা অতীতে বাস করলেও দৃষ্টি থাকে ভবিষ্যতে। এজন্য জন্মানোর পর থেকেই নয়, তার অনেক আগে থেকেই শুধু বাবা-মা থেকে আত্মীয়স্বজনের অনেকের মধ্যেই নব্জাতকের ভবিষ্যতে নিজের স্বপ্নপূরণের সদিচ্ছা জেগে ওঠে। সেখানে কল্পনার লাগামহীন চলনে কোনো স্থিরতা নেই। এজন্য শৈশবেই 'বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও' থেকে ছাত্রজীবনে 'তোমার জীবনের লক্ষ্য কী'র প্রতিই প্রশ্নকর্তার কৌতূহলী অন্তর্দৃষ্টি সার্চলাইট হয়ে ওঠে। কারও ভবিষ্যৎ জেনে নেওয়ার অদম্য কৌতূহলের মধ্যে যেমন মানসিকতা বুঝে নেওয়ার সদিচ্ছা থাকে, তেমনই তার লক্ষ্যের মিলিয়ে দেখার বাতিক ভর করে। সেখানে যোগ্যের উৎকর্ষ বিচারে বাছাইয়ের আভিজাত্য স্বাভাবিক মনে হয়। তাতে আবার কৃতিত্ব জাহিরের আয়োজনে কৃত্রিমতা অনিবার্য। সায়েন্স পড়লেই পড়াশোনায় ভালো মানেই তার ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের লাইন পাকা, বা আর্টস বা কমার্স নিয়ে পড়া মানে মধ্যমেধা বা সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতার চাকরির অভ্যস্ত ছকের বাইরে কেউ আর তেমন ভাবতেই পারে না। সেখানে কেউ ব্যতিক্রমী হলেও হয় সন্দেহ, নয় ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে ওঠে। সায়েন্সে রেজাল্ট ভালো হলেও যে আর্টস নিয়ে পড়তে চায়, তার ইচ্ছেটাই তখন গোলমেলে মনে হয়। তার সায়েন্সের কমজোরি বা দুর্বলতাই সন্দেহের আধার হয়ে ওঠে। আবার আর্টসের ভালো ছাত্র কমার্স বা সায়েন্সে পড়ার কথা ভাবতেই পারে না। মেধার সঙ্গে বিষয়ের যোগ এতই নিবিড় এবং আভিজাত্যমুখর, সেখানে ইচ্ছে প্রকাশের পথটাই হারিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পেশার আভিজাত্যের সঙ্গে কৃতিত্বের সংযোগ এতই সুদৃঢ় যে, কেউ আর ভিন্ন মত প্রকাশ করে লোকের কাছে ছোট হতে চায় না। সেখানে শিক্ষকতার মহৎ পেশার কথা আকছার শোনা যেত আগে, এখনও শোনা যায়। সেখানে পেশা হিসাবে ডাক্তারের পরেই ইঞ্জিনিয়ার দড়। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকতার আদর্শ যাই হোক, বেতনবৃদ্ধির পরে শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছে আপনাতেই বেড়ে যায়। আগে ছিল, যার নেই কোনো গতি, সে করে পণ্ডিতি। এখন মেয়ের বাবার কাছেও স্কুল মাস্টারের কদর সমাদরে ঠেকে। এখন আবার দুর্নীতির ফেড়ে পড়ে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নটাই চুরি হয়ে গেছে। উনিশ শতকে উকিল আর ডাক্তাদের পসার ছিল ভালো। বিশ শতকেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকলেও উকিলের প্রতি আগ্রহ কমে যায়, ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি বাড়তেই থাকে। সেদিক থেকে সায়েন্সের কৃতী ছাত্রদের ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছেই কৃতিত্বের পরিচয়বাহী মনে হয়। সেই পরিচয়কে সরিয়ে রেখে কেউ রাশিবিজ্ঞানী হতে চাইলে সে তো শুধু আমাদের বিদ্যাচর্চারই লাভই নয়, সবচেয়ে বেশি মানবসম্পদ তা থেকেই আসবে। সৌমদীপ তার মনের কথা বলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ইচ্ছের কথা বলে দিয়েছে। সেই ইচ্ছে তো কাউকে তুষ্ট বা পুষ্ট করার জন্য নয়, যাতে কেউ মনের মতো করে সবচেয়ে সেরাটা উজাড় করে দিতে পারে, তা তার সদিচ্ছার প্রকাশ। সেখানে কাউকে খুশি করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দিলে আখেরে শুধু ইচ্ছেরই মৃত্যু ঘটে না, চাপিয়ে দেওয়া বিষয় দুর্ভার হয়ে ওঠে। সেখানে সবার প্রতিভা একরকম নয়, কাজের বিস্তৃতিও বৈচিত্রময়, সকলের ইচ্ছেও স্বতন্ত্র।

আসলে আমাদের গড়ে তোলা ধারণার মধ্যে ফাঁক ও ফাঁকি অন্তহীন। প্রথমত, দারিদ্রপীড়িত দেশে পেশার দায় স্বাভাবিক ভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেখানে প্রথমেই বিষয়াশয়াসক্তের ক্ষিদে মেটাতেই মনের ইচ্ছেগুলো নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যাতে দ্রুততার সঙ্গে দারিদ্রমুক্ত হতে পারে সেদিকেই তার দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। মোটা মাইনের চাকরি যেখানে সমাদর পায়,সেখানে নিদেনপক্ষে সরকারি চাকরিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বড় হয়ে ওঠে। সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পড়াশোনার লক্ষ্যে সরকারি চাকরির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি মুখিয়ে থাকে। ভালো রেজাল্টের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে সেই ক্ষুধা নিবারণের স্বপ্নই জেগে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ছোটবেলা থেকে নিরন্তর বড় হয়ে ওঠার কথায় যেখানে বড় লোক হয়ে ওঠার টীকা দেওয়া দেওয়া হয়, সেখানে নিজের মতো করে বড় মানুষ হওয়ার স্বাদ ও স্বপ্ন অচিরেই ব্রাত্য হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই ইচ্ছেডানায় ভর করে চলার চেয়ে অনিচ্ছেয় চাকরির লক্ষ্যেই উচ্চশিক্ষা পুঁজি হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, চাকরির মধ্যে জীবন খুঁজতে গিয়ে মনের ইচ্ছেগুলোকেই প্রথমে অস্বীকার করতে হয়। ভালো ছাত্র প্রমাণ করতে যেমন সায়েন্সে পড়ার বাতিক ভর করে, তেমনই সায়েন্সে পড়লেই জয়েন্ট দিয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও কৃতিত্ব প্রকাশে মুখর হতে হয়। অথচ কোনোটাই যুক্তিসঙ্গত তো নয়, উল্টে কৃতিত্ব প্রমাণের দায়ের দায়ে জীবনটাই অচল অসার হয়ে ওঠে। যেকোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ রেজাল্ট ও যথাযথ শিক্ষা লাভ বা জ্ঞান অর্জন করলে সব বিষয়েই কর্মসংস্থানও মেলে, কৃতিত্বেও খ্যাতি ছড়ায়। শুধু তাই ন্য, সেখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর গুরুত্ব অধিক। সেখানে কে কীভাবে বিষয়টি দেখছে বা নিচ্ছে, তা তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে উঠে আসা উচিত। বাংলা নিয়ে পড়লেও একজনের সঙ্গে অন্যজনের ইচ্ছে বা লক্ষ্য এক হতে নাও পারে। অথচ বিষয়টির চাকরির বাজারের চাহিদায় ভালোমন্দের রকমফেরে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতায় শিক্ষার্থীর অনিচ্ছায় বিষ হয়ে উঠতে পারে। আরও একটি জরুরি বিষয় মারাত্মক মনে হয়। চাকরি লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার বুনিয়াদি চেতনাতেই মনের ইচ্ছের ডানা মেলতে পারে না। সেখানে প্রতিভা প্রকাশের আলো কর্মক্ষেত্রের সীমায় বন্দি থেকে যায়। নিজের মতো বিস্তারের চেতনাই সেখানে আলোহীন। অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে ইচ্ছের অস্থিরতায় পরিবর্তন যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার পরিণতির অপমৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। সেখানে ইচ্ছে পূরণে পড়াশোনা নয়, বরং স্বেচ্ছায় স্বপ্নকে হত্যা করে বড় হওয়ার দুঃস্বপ্ন তাড়া করে, জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। অর্থাৎ মনের মতো পড়াশোনা নয়, পড়াশোনার মতো মন করতে হয়। আবার সেই পড়াশোনার লক্ষ্যেই থাকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কর্মসংস্থানের তীব্র চাহিদা। আর সেখানেই গড়ে ওঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিবিড় হাতছানি। সামাজিক প্রতিষ্ঠাই হয়ে ওঠে আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তর। সেখানে শিক্ষক-ডাক্তার- ইঞ্জিনিয়ারের ছকবন্দি জীবন বড় কামনার, বড় আকাঙ্ক্ষার। জীবনের লক্ষ্য সেখানেই আবর্তিত হয়। তার বাইরে কবি-সাহিত্যিক, গায়ক-নায়ক, বা চিত্রশিল্পী-খেলোয়াড়-অভিনেতা বা সাংবাদিক প্রভৃতি হওয়ার ইচ্ছে জাগতেই পারে না, জাগলে অস্বাভাবিক মনে হয়। সেখানে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অমলকান্তি' কবিতার অমলকান্তির মতো কেউ রোদ্দুর হওয়ার কথা আজও কারও মনে আসে না। অমলকান্তির সহপাঠীদের মতো কেউ ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ উকিল হতে চায় এখনও। শুধু অমলকান্তি 'সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!' সেই রোদ্দুর তো আলোর প্রকাশ। কৃতীদের সেই ইচ্ছেগুলোকে হারিয়েই সামাজিক প্রতিষ্ঠা মেলে, প্রতিভা প্রকাশের আলো তার অধরা মাধুরী। সৌমদীপের ইচ্ছে ব্যতিক্রমী নয়, সেটাই স্বাভাবিক। সে শুধু সাহস করে বলতে পেরেছে। অমলকান্তির রোদ্দুর হওয়ার কথা এখনও কেউ কল্পনা করতে পারে না! সে সৎসাহস এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতি, নির্বাচনী যুদ্ধ ও 'প্রকৃতিগাথা'

দিলীপ মজুমদার

মানুষ একান্তভাবে প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি না বাঁচলে বাঁচবে না মানুষ। এ সব কথা আমরা তাত্ত্বিকভাবে জানি। জানেন আমাদের বিজ্ঞজন । জানেন রাজনীতির প্রভুরা। কিন্তু জানলেও ব্যবহারিক জীবনে আমরা তার প্রয়োগ করি না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের পরিবেশ দূষণের পাঠ দেন। পরিবেশ সংক্রান্ত সভায় বিজ্ঞজন পরিবেশকে শুদ্ধ রাখার বক্তৃতা দেন। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ঠিক তার বিপরীত আচরণ করি আমরা।

এই যে এখন নির্বাচনী যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কোন একজন নেতার মুখে প্রকৃতিকে রক্ষা করার, পরিবেশকে সুন্দর রাখার কথা কি কেউ শুনতে পান? কোন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে কতগুলি শব্দ ব্যয় করা হয় প্রকৃতির জন্য? নির্বাচনী যুদ্ধের মধ্যে এসে গেল সাইক্লোন রেমেল। ত্রাণ নিয়ে শুরু হয়ে গেল চাপান-উতোর। কিন্তু কেন বার বার হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কেন প্রকৃতি হয়ে উঠছে এমন প্রতিশোধপরায়ণ, তার আলোচনা কি কেউ দেখতে পাচ্ছেন? পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন যে সব কর্মীরা, রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের পাত্তাই দেন না। এ যুগে ক্ষমতার একমাত্র উৎস রাজনীতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভই তাই পরমার্থ। এর মধ্যে প্রকৃতি আসবে কেন ? দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তারা বলেছেন মানব সমাজের দ্বন্দ্বের পরে আসবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব।

সে দ্বন্দ্বের সূচনা দেখা যাচ্ছে। আমরা নির্বিচারে বন কেটে বসত গড়ছি, খনি থেকে মণি তোলার জন্য উজাড় করে দিচ্ছি বনকে, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য গাছ কেটে ফেলছি , জলাশয় বুজিয়ে বহুতল তুলছি , নদীতে ,সমুদ্রে ফেলছি আবর্জনা। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে উন্নয়নের স্বার্থে বিঘ্নিত করছি প্রকৃতির ভারসাম্য। রাজনৈতিক মদত থাকায় এসবের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু আমাদের দেশে নয় , সব দেশের চিত্র একই। উন্নত দেশগুলি আবার চতুরভাবে এসবের দায় চাপিয়ে দেয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উপর।

লোকসভা নির্বাচনের তর্জন-গর্জন যখন দেশকে প্লাবিত করছে, তখন সুশান্ত দাস চারুবসনার সুনয়নী আর্ট গ্যালারিতে শুরু করেছে এক একক প্রদর্শনী । তার দু-একজন শুভার্থী সতর্ক করেছিল তাকে। বলেছিল, 'কি বোকারে তুই! নির্বাচনী দামামার মধ্যে কে দেখবে তোর প্রদর্শনী।' সুশান্ত শোনেনি তাদের কথা। হয়তো মনে মনে ভেবেছিল, এটাই তার প্রতিবাদ, এ ভাবেই সে 'চেতাবনি' দিতে চায়।

সাধ্য খুবই কম তার। এর আগে সে বহু নামজাদা শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। তারই মধ্যে নীরবে এঁকে গেছে ছবি। প্রথাগত শিল্পশিক্ষা তার নেই। কিন্তু হৃদয়ের উপলব্ধি আছে, অনুভব করার মন আছে , দেখার চোখ আছে । সেই সব সম্বল করে সে ছবি এঁকে গেছে। যোগেন চৌধুরী সেন্টার ফর আর্টসের সুনয়নী আর্ট গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে তার ৬৫টি ছবি। না, মানুষের ছবি নয়, মানুষের কোন কীর্তি নয়, শুধু প্রকৃতির ছবি। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র সুশান্তের মনের গভীরে আসন বিছিয়ে আছেন জীবনানন্দ দাস আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতি অতীত অথবা প্রকৃতি ব্যতীত শিল্প তাকে আকৃষ্ট করে না কোনভাবেই। এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে ইকো-ক্রিটিসিজমের ভক্ত।

তার ছবিগুলি দেখতে দেখতে কেমন একটা নস্টালজিক অনুভূতি হয়। প্রকৃতিময় জীবন থেকে আমরা কতদূরে সরে এসেছি এখন! প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে একের পর এক জমিয়ে তুলেছি বস্তুর পাহাড়। 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা ।' সংবেদনশীল মানুষ তাই আর্তনাদ করে বলছে, 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু , নামাও।'

সুকান্তের ছবিগুলিতে বলাকার প্রাধান্য । মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কথা। ছবিতে দেখি সেই চরৈবেতির গুঞ্জরণের কথা। 'শুধু ধাও শুধু ধাও উদ্দাম উধাও'। তবে তারি সঙ্গে মিশে আছে প্রেমাবেগের আকুতি। ল্যাণ্ডস্কেপগুলিতে আছে গাছ, সমুদ্র, পাহাড়, মেঘ। রঙের রেখায় ফুটে উঠেছে তাদের গভীরতা । 'যে আনন্দে গড়া তোমার অঙ্গ তার অন্ত্য নাই গো নাই।' প্রকৃতির মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটুকরো নীলাকাশ। সে যেন সীমার মাঝে অসীম। সেই একটুকরো আকাশ দিচ্ছে অনন্তের ইশারা। বিভিন্ন ঋতুর বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে কয়েকটি ছবিতে। 'ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে ' হায়! রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতায় ঋতুগুলি তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছ আজ। সুশান্তের ঝরাপতার ছবিটা ইঙ্গিতবহ। ঝরাপাতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা ফড়িং , ফুলের কুঁড়িকে। এগুলি জীবনের স্পন্দন। যাওয়া আসার লীলাকে, জীবন-মৃত্যুর পালাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে শিল্পী। সূর্যমুখীর ফুলটি ঝুঁকে পড়েছে। যে যত পূর্ণ , যে যত গভীর, সে তত অবনত। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহুর্তে কিছু তব নাই ।' পদ্মফুল উঠেছে পাঁক থেকে, কিন্তু তার শরীরে পাঁকের চিহ্নমাত্র নেই। মানুষের বেলায় কেন যে এমন হয় না ? জবা কুসুম সংকাশং হয়ে ভোরবেলার পদ্মফুল উঁকি দিচ্ছে ক্যানভাস থেকে। সে কি বলছে আমার মতো দ্যুতিমান হও, আমার মতো অপাপবিদ্ধ হও !

নির্বাচনীর দামামার মধ্যেও সুশান্তের চিত্র প্রদর্শনী একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বেশ কিছু দর্শকের সঙ্গে বেশ কিছু নাম করা শিল্পী এসেছিলেন তার ছবি দেখতে। এসেছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর আইচ, অঞ্জনা গুহ ঠাকুরতা, শমিতা বসু, প্রসেনজিৎ মুখার্জী , বিনোদ ভরদ্বাজ, যোগেন চৌধুরী। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'যে সকল নিজস্ব চিত্রকর্ম নিয়ে সুশান্ত দাস একটি একক চিত্র প্রদর্শনীর উপস্থাপনা করার জন্য এগিয়ে চলেছেন তার জন্য আমার পক্ষ থেকে অশেষ সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যেকটি চিত্রপট আমাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে তা সত্যই অভাবনীয়। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে অবৃত করা প্রতিটি চিত্রপট অত্যন্ত সুন্দর এবং মনের মধ্যে একটা অপূর্ব শান্তি নিয়ে আসে।' যোগেন চৌধুরী বলেছেন , 'মানুষের সহজাত বন্ধু প্রকৃতিকে নিয়ে সুশান্তের এই নিমগ্নতা দর্শককে আবিষ্ট করবে বলেই আমাদের মনে হয়।'

মানুষের সহজাত বন্ধু প্রকৃতি। ঠিকই বলেছেন যোগেন চৌধুরী। আমরা আশা করব সুশান্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের দেশের কবি-শিল্পীরা প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরাবেন। তাঁদের লেখায়, রেখায় রাজনীতির প্রভুদের প্রকৃতিমুখী করার চেষ্টা করবেন।

লেখক: সিনিয়র ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টানটান উত্তেজনার গণনায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন সুকান্ত মজুমদার। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে ১০,৩৮৬ ভোটে হারিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। জয়ী প্রার্থী হিসাবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট হাতে নেন পরবর্তীতে। যদিও ভোটের নিরিখে প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি রাউন্ডে এগিয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। কিন্তু পরবর্তীতে আবার এগিয়ে যান সুকান্ত মজুমদার। কখনো বিপ্লব মিত্র আবার কখনো সুকান্ত মজুমদার এগিয়ে যাচ্ছিলেন প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে। তবে ১৮ তথা শেষ রাউন্ড গণনা শেষে ১০ হাজার ৩৮৬ ভোটে এগিয়ে ছিলেন সুকান্ত

মজুমদার। অর্থাৎ, তিনি জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর বিধানসভার বেশ কিছু বুথে পুনরায় গণনার দাবি জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি বুথের পুনরায় গণনা শুরু হয়। প্রায় মাঝরাতে পুনরায় করা গণনার ফল সামনে আসে এবং সেখানেও সুকান্ত মজুমদার জয়ী হন। এর ফলে স্বভাবতই বিপ্লব মিত্রকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য নিজের জায়গা ধরে রাখেন তিনি।

এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরে এমন কোনও ভালো কাজ বিজেপি করেনি। জেলায় উন্নয়নমূলক অনেক কাজ আমাদের তৃণমূল সরকার করেছে। আমরা আশা করেছিলাম এই আসনে আমরা জয়লাভ করব।'

এ বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জয়ের মার্জিন কি সেটা বড় কথা নয়। যেভাবে কোনও কারণ ছাড়াই রি-কাউন্টিং করা হয়েছে। এক কথায় প্রকারান্তরে চেষ্টা করা হচ্ছিল যদি কোনও ভাবে হারিয়ে দেওয়া যায়। আমার কর্মীরা দাঁতে দাঁত রেখে, চোখে চোখ রেখে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে। এই জয় আমি পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং এই জেলার আমাদের সাধারণ কর্মীদের উৎসর্গ করলাম। এই জয় আমার জয় নয়, এই জয় আমাদের কর্মীদের জয়।

ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্থান পেয়ে তাক লাগাল ফারাক্কার সুরাইয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: বাবা টোটো চালক। মা বিড়ি শ্রমিক। এমন পরিবার থেকে এসে অল ইন্ডিয়া ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় জায়গা করে নিল সুরাইয়া সিদ্দিকি। মঙ্গলবার নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরীক্ষায় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার সুমাইয়া সিদ্দিকা নজর কাড়লেন। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭০ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। সর্বভারতীয় স্তরে তিনি ১৪০৩২ র‍্যাঙ্ক করেছেন। ওবিসি ক্যাটাগরিতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ৫৯৮১। এ নিয়ে ফরাক্কা জুড়ে খুশির হাওয়া।

সুমাইয়া সিদ্দিকার বাড়ি ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর পঞ্চায়েতের খোদাবন্দপুর গ্রামে। বাবা মোবারাক হোসেন টোটো চালক। মা সাজেদা বিবি বিড়িশ্রমিক। তিনবোন ও একভাইয়ের মধ্যে বড় সুরাইয়া। দুই বোন ও ভাই লেখাপড়ার সঙ্গেই যুক্ত। তবে পরিবারের সব থেকে মেধাবী সুরাইয়া, ছোট থেকেই ক্লাসে প্রথম স্থান দখল করে এসেছে। স্বপ্ন দেখত ডাক্তার হওয়ার। তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও চালিয়ে গিয়েছে। অবশেষে সাফল্য মিলল। সুরাইয়া বলেন, ছোট থেকে বিড়ি মহল্লায় শ্রমিকরা নানান অসুখে ভুগতে দেখেছি। নিজের মাও অসুখে ভুগছেন। কেউ সেভাবে চিকিৎসা করাতে পারেননা আর্থিক অসামর্থের কারণে। আমি চিকিৎসক হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই।

সুমাইয়া পরিবারের প্রথম সন্তান। ডাক্তারি ভর্তির জন্য সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্যে খুশি সুমাইয়া সিদ্দিকার বাবা মোবারাক হোসেন। তিনি বলেন, আমি অশিক্ষিত মানুষ। সবাই বলত মেয়ে অনেক বড় হবে। নজর দিও। আমি টোটো চালিয়ে ওদের লেখাপড়ায় কোনও অভাব দিইনি।

খানাকুলের ঠাকুরানি চক এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা বাংলা জুড়েই সবুজ ঝড়। আর সেই ঝড়েই ডুবলো বিজেপির রণতরী। মঙ্গলবার তৃণমূলের জয়জয়কারের মাঝেই আরামবাগ মহকুমার বেশকিছু জায়গায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও আরামবাগের তৃণমূল নেতৃত্ব রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা অস্বীকার করেছে। জানা গিয়েছে, এই মহকুমার খানাকুলের ঠাকুরানি চক এলাকায় বেশি তাণ্ডব চলে বলে অভিযোগ। কাঁছড়া চৌমাথা এলাকার বিজেপি নেতা কমল হাজরার বাড়িতে হামলা হয়। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেই মঙ্গলবার রাতে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘরের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘরের বেড রুমে ঢুকে বোম চার্জ করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ঘরছাড়া হতে হয়

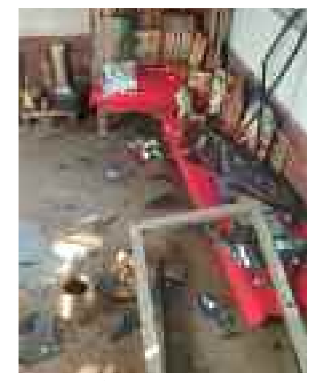

বিজেপি কর্মী কমল হাজরাকে। বাড়িতে বয়স্ক মা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই খানাকুল থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে বিষয়টি তদন্ত করে যান। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আতঙ্কে কমল হাজরার পরিবার থানায় লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি। এই বিষয়ে বিজেপি কর্মী কমল হাজরা বলেন, গ্রামের তৃণমূল নেতা কর্মীরা মঙ্গলবার রাতেই হামলা চালায়। খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচি। বাড়িতে বয়স্ক মা আছেন। আতঙ্কে দিন কাটছে। রাজনৈতিক আদর্শের লড়াই রাজনৈতিক হিংসায় বদলে যাবে। এটা বুঝতে পারিনি। থানায় মৌখিক জানিয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। খানাকুলের ঠাকুরানি চক অঞ্চলের প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতি বলেন, এই অঞ্চলের কাঁছড়া চৌমাথার বেশ কিছু বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানোর পাশাপাশি পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকী ধোবাঘাট এলাকায় বেশ কিছু বিজেপি কর্মীর দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, এটা হওয়ার কথা নয়। তৃণমূল কর্মীরা কোনওভাবেই যুক্ত নয়। সবমিলিয়ে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড় মহকুমা জুড়ে।

(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

Associated Coaters Limited
Powder Coating and Wood Finish on Metals.

ASSOCIATED COATERS LIMITED

Corporate Identification Number: U28129WB2017PLC224001

Our Company was originally incorporated as 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"), Kolkata pursuant to Certificate of Incorporation dated December 22, 2017. The name of the company was changed from 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' to 'ASSOCIATED COATERS LIMITED'', consequent to conversion of our company from private limited company to public limited company, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on October 24, 2023, and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by ROC, Kolkata on December 19, 2023. The corporate identification number of our company is U28129WB2017PLC224001. For further details please refer to the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on Page 121 of this Prospectus.

Registered Office: Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141
Telephone: +91 98304 37701 | **Email:** info@associatedcoaters.in | **Website:** www.associatedcoaters.in;
Contact Person: Heenal Hitesh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAGJIT SINGH DHILLON AND MRS. NAVNEET KAUR

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of Bombay Stock Exchange (BSESME)."

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 4,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF ASSOCIATED COATERS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 510.62 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 79.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 3,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 430.76 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.21 % AND 26.33% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- AND THE ISSUE PRICE IS 12.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

ISSUE **OPENED ON: THURSDAY, MAY 30, 2024**
CLOSED ON: MONDAY, JUNE 03, 2024

RISK TO INVESTORS:

Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

1. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:

Sr. No.	Name of the Promoters	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	MR. JAGJIT SINGH DHILLON	6,19,814	0.32
2.	MRS. NAVNEET KAUR	3,10,000	0.32

2. Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares.	NIL
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of shares.	NIL

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" on page 25 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated May 24, 2024 with the ROC, Kolkata (the **"Prospectus"**). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of Bombay Stock Exchange Limited i.e., **BSE**, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 1, 2024.

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts and / or UPI IDs, in case of RIIs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) for the same.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 95975 applications before technical rejections for 1222 Equity Shares resulting in 403.68 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Detail of the Applications Received:

Category	Gross		Less: Rejections*		Valid	
	Application	Equity Shares	Application	Equity Shares	Application	Equity Shares
Non-Retail Investors	8873	44125000	126	397000	8747	43728000
Retail Individual Investors	88323	88323000	1096	1096000	87227	87227000
Market Maker	1	66000	-	-	1	66000
Total	**97197**	**132514000**	**1222**	**1493000**	**95975**	**131021000**

**This includes 122 applications for 1,22,000 equity shares from Retail investors which were not in book but excludes bids (UPI mandates) not accepted by investors.*

Note:

1. There were 1222 Technical Rejections for 1493000 Equity Shares. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on June 4, 2024.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 121/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 66,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to total
66000	1	100	66000	100	1	1:1	66000	100

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹ 121/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 238000 Equity Shares. The category was subscribed by 366.50 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted	% to total
87227000	87227	100	7227000	100	238000	2:733	238000	100

C) Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the Issue Price of ₹ 121/- per Equity Share, was finalised in consultation with NSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allotted in this category is 118000 Equity Shares. The category was subscribed by 370.58 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in each Category	% to Total	No. of Equity Shares allo-cated/ allotted per Applicant	Ratio of Allottees to Applicants		Total Number of shares allotted
1	2000	5820	66.54	11640000	26.62	1000	4	751	31000
2	3000	608	6.95	1824000	4.17	1000	5	608	5000
3	4000	503	5.75	2012000	4.6	1000	5	503	5000
4	5000	356	4.07	1780000	4.07	1000	5	356	5000
5	6000	174	1.99	1044000	2.39	1000	1	58	3000
6	7000	92	1.05	644000	1.47	1000	1	46	2000
7	8000	191	2.18	1528000	3.49	1000	4	191	4000
8	9000	432	4.94	3888000	8.89	1000	11	432	11000
9	10000	207	2.37	2070000	4.73	1000	2	69	6000
10	11000	43	0.49	473000	1.08	1000	1	43	1000
11	12000	24	0.27	288000	0.66	1000	1	24	1000
12	13000	34	0.39	442000	1.01	1000	1	34	1000
13	14000	14	0.16	196000	0.45	1000	1	14	1000
14	15000	34	0.39	510000	1.17	1000	1	34	1000
15	16000	20	0.23	320000	0.73	1000	1	20	1000
16	17000	9	0.1	153000	0.35	1000	0	0	0
17	18000	12	0.14	216000	0.49	1000	1	12	1000
18	19000	11	0.13	209000	0.48	1000	1	11	1000
19	20000	31	0.35	620000	1.42	1000	2	31	2000
20	21000	7	0.08	147000	0.34	1000	0	0	0
21	22000	4	0.05	88000	0.2	1000	0	0	0
22	23000	3	0.03	69000	0.16	1000	0	0	0
23	24000	4	0.05	96000	0.22	1000	0	0	0
24	25000	6	0.07	150000	0.34	1000	0	0	0
25	26000	1	0.01	26000	0.06	1000	0	0	0
26	27000	3	0.03	81000	0.19	1000	0	0	0
27	28000	1	0.01	28000	0.06	1000	0	0	0
28	29000	5	0.06	145000	0.33	1000	0	0	0
29	30000	8	0.09	240000	0.55	1000	1	8	1000
30	31000	1	0.01	31000	0.07	1000	0	0	0
31	32000	2	0.02	64000	0.15	1000	0	0	0
32	33000	2	0.02	66000	0.15	1000	0	0	0
33	35000	1	0.01	35000	0.08	1000	0	0	0
34	36000	3	0.03	108000	0.25	1000	0	0	0
35	39000	3	0.03	117000	0.27	1000	0	0	0
36	40000	4	0.05	160000	0.37	1000	0	0	0
37	41000	5	0.06	205000	0.47	1000	1	5	1000
38	44000	1	0.01	44000	0.1	1000	0	0	0
39	47000	1	0.01	47000	0.11	1000	0	0	0
40	49000	1	0.01	49000	0.11	1000	0	0	0
41	50000	2	0.02	100000	0.23	1000	0	0	0
42	64000	3	0.03	192000	0.44	1000	1	3	1000
43	66000	1	0.01	66000	0.15	1000	0	0	0
44	77000	1	0.01	77000	0.18	1000	0	0	0
45	82000	4	0.05	328000	0.75	1000	1	4	1000
46	83000	5	0.06	415000	0.95	1000	1	5	1000
47	85000	2	0.02	170000	0.39	1000	0	0	0
48	86000	1	0.01	86000	0.2	1000	0	0	0
49	90000	1	0.01	90000	0.21	1000	0	0	0
50	100000	6	0.07	600000	1.37	1000	1	3	2000
51	115000	1	0.01	115000	0.26	1000	0	0	0
52	123000	1	0.01	123000	0.28	1000	0	0	0
53	130000	2	0.02	260000	0.59	1000	1	2	1000
54	140000	1	0.01	140000	0.32	1000	0	0	0
55	150000	1	0.01	150000	0.34	1000	0	0	0
56	153000	1	0.01	153000	0.35	1000	0	0	0
57	159000	1	0.01	159000	0.36	1000	0	0	0
58	161000	1	0.01	161000	0.37	1000	0	0	0
59	168000	1	0.01	168000	0.38	1000	0	0	0
60	175000	1	0.01	175000	0.4	1000	0	0	0
61	200000	3	0.03	600000	1.37	1000	2	3	2000
62	201000	1	0.01	201000	0.46	1000	1	1	1000
63	203000	1	0.01	203000	0.46	1000	1	1	1000
64	204000	1	0.01	204000	0.47	1000	1	1	1000
65	216000	1	0.01	216000	0.49	1000	1	1	1000
66	219000	1	0.01	219000	0.5	1000	1	1	1000
67	223000	1	0.01	223000	0.51	1000	1	1	1000
68	232000	1	0.01	232000	0.53	1000	1	1	1000
69	237000	1	0.01	237000	0.54	1000	1	1	1000
70	241000	1	0.01	241000	0.55	1000	1	1	1000
71	244000	1	0.01	244000	0.56	1000	1	1	1000
72	246000	1	0.01	246000	0.56	1000	1	1	1000
73	247000	1	0.01	247000	0.56	1000	1	1	1000
74	250000	1	0.01	250000	0.57	1000	1	1	1000
75	312000	1	0.01	312000	0.71	1000	1	1	1000
76	356000	12	0.14	4272000	9.77	1000	1	1	12000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on **June 4, 2024,** has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before June 5, 2024. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking of funds will process on or prior to June 5, 2024. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the Emerge Platform of NSE within 3 working days from the Closure of the Issue. **The trading is proposed to be commenced on June 6, 2024 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 24, 2024 (**"Prospectus"**).

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India | **Telephone:** 022 - 6263 8200 | **E-mail:** ipo@bigshareonline.com
Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com | **Website:** www.bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Vinayak Morbale | **SEBI Registration Number:** INR000001385

For Associated Coaters Limited
Sd/-
Mr. Jagjit Singh Dhillon
Designation: Managing Director
DIN: 07980441

Place: West Bengal
Date: June 06, 2024

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SILKFLEX POLYMERS (INDIA) LIMITED

ASSOCIATED COATERS LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata, on May 24, 2024. The Prospectus is available on the website of the Lead Manager at www.gretexcorporate.com, the website of the BSE i.e., www.bseindia.com, and website of our Company at www.associatedcoaters.in. Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 25 of the Prospectus before making any investment decision. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaz

হাতছাড়া মালদা লোকসভা, হারের কারণ রিপোর্টে পেশ করবেন দুই তৃণমূল প্রার্থী

শঙ্কিত দলের বিশিষ্ট নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় তৃণমূলের খারাপ ফলের কারণ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের পর রাজ্য নেতৃত্বকে রিপোর্ট পাঠাবে দুই প্রার্থী। যে আশঙ্কাটা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা এসে করেছিলেন, সেটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের খারাপ ফলের ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি পদ কেড়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে দলের পরাজয়ের কারণ তদন্তের পরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব বলেও জানিয়েছেন মালদার দুই তৃণমূল প্রার্থী।

উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন শাহনাওয়াজ আলি রায়হান এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির পছন্দের এই দুই প্রার্থীকে নিয়েই প্রথম থেকেই মালদায় ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছিল। দলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিকবার দাবি করা হয়েছিল বিপুল ভোটে তৃণমূলের দুই প্রার্থী মালদায় জয়ী হবে। এমনকী এই দুই প্রার্থীকে জয়ী করার ক্ষেত্রেও মালদা এসে নির্বাচনী বৈঠক করে গিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কামান অভিষেক ব্যানার্জি। রীতিমতো বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত এবং পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার নির্দেশও দিয়ে গিয়েছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। কিন্তু তারপরেও কোনওরকম পরিবর্তন হয়নি। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ৭৭ হাজার ৭০৮ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৬৮ ভোটের পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এখন মালদায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি থেকে সাংগঠনিক নেতা-নেত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের চোরাস্রোত বইছে। বিশেষ করে মালদার দুই কেন্দ্রে পরাজিত দুই তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জিকে কি গোপন রিপোর্ট দেন তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে জেলা তৃণমূলের নেতা থেকে জনপ্রতিনিধিরা। মালদায় তৃণমূলের ফল খারাপ হলে সবক শেখাতে দ্বিধাবোধ করবেন না ইঙ্গিত একাধিকবার দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। ফলে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত মালদার দলের অনেকেই।

উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনেই নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। তারপরেও কেন হারতে হল তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করা হয়েছে। যা লক্ষ্য করেছি সবটাই দলকে জানাব। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বাস্তবতা জানানো প্রয়োজন।

এদিকে একইভাবে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান জানিয়েছেন, মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তাদের জয় নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করব। যা লক্ষ্য করেছি সবটাই দলকে জানাব। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বাস্তবতা জানানো প্রয়োজন। মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছিল তাতে জয় নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তারপরও কেন এই ধরনের অপ্রত্যাশিত ফল হল খতিয়ে দেখছি।

এদিকে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির বিধানসভা কেন্দ্র মালতিপুরে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে। ওই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস ৭৭,৭২০ ভোট পেয়েছে। যেখানে তৃণমূল পেয়েছে ৬১ হাজার ৭৯৯। একইভাবে মালদার সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র এবং পুরাতন মালদা ও ইংরেজবাজার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পিছিয়ে থেকেছে তৃণমূলের দুই প্রার্থী। ফলে দলের জেলা নেতৃত্বের ভূমিকার ব্যাপারেও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে দলীয় দুই প্রার্থী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ৪ জুন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সকলের চোখ ছিল টিভির পর্দায় লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে। আর একইভাবে নির্বাচনের ফলাফল দেখতে গিয়ে টেলিভিশনের তার টিনের দরজায় লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ সর্দার। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাড়িতে টিভির পর্দায় চোখ রেখে নির্বাচনের ফলাফল দেখছিল প্রসেনজিৎ। ঘটনাস্থল থেকে প্রসেনজিৎকে উদ্ধার করে স্থানীয় বেথুয়া ডহরী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য-সহ দু'জন তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: তৃণমুলের বিপুল জয়লাভের পরেও দলীয় কোন্দল মেটার কোনও লক্ষ্মণ নেই। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই তৃণমূলিদের মধ্যে লাঠি, রড নিয়ে শুরু হয়ে যায় মারামারি। অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে অঞ্চল যুব সভাপতির গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত চন্দ্রকোনার বামুনিয়া এলাকা। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ দু'জন তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটে। দুই গোষ্ঠীই পরস্পরের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা বিধানসভা এলাকাটি আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত। নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পর দেখা যায় আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগ জয়লাভ করলেও এই বিধানসভার বামুনিয়া বুথে তৃণমূল পিছিয়ে থেকেছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা দলের অন্তর্ঘাতের ফলেই এই বুথে খারাপ ফল হয়েছে। এই নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা মালতি পানির অভিযোগ,যে সব তৃণমূল কর্মী পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল হয়ে তাকে হারানোর চেষ্টা করেছিল তারাই অঞ্চল সভাপতির মদতে আমাকে হেনস্তা করতে এভাবে অন্তর্ঘাত ও হামলা চালিয়েছে। বুথ সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতির মদতে তার বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করা হয়। পঞ্চায়েত সদস্যার পাশে দাঁড়িয়ে দলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধেই ঘটনার দায়

চাপিয়েছেন অঞ্চলের যুব সভাপতি।

অঞ্চল সভাপতি ঘনিষ্ঠ ওই বুথের তৃণমুল কর্মী আহত শম্ভু বাগের পাল্টা অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য ও অঞ্চলের যুব সভাপতি বিজেপিকে মদত দিচ্ছে, তাই এই বুথে ফল খারাপ হয়েছে। এই নিয়ে উভয়পক্ষ উভয়পক্ষের উপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়। যদিও অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বলেন, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। ঘটনায় উভয়পক্ষ পুলিশের দ্বারস্থ হলেও কোনও তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অঞ্চল সভাপতি বনাম অঞ্চল যুব সভাপতির দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে তপ্ত চন্দ্রকোনার বামুনিয়া।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তৃণমূলের অবিশ্বাস্য জয়ের পর উচ্ছ্বসিত তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকরা। আর তার প্রভাবেই ভোট পরবর্তী হিংসাতে প্রায় ১০-১২টি বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ, ঘটনা মধ্যমগ্রাম বিধানসভার নেতাজিপল্লি এলাকায়। সোমবার রাত্রে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরই ওই এলাকার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হাতে লোহার রড, বাঁশ, বন্দুক নিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। নেতাজি পল্লির ভেতরের বিজেপির কার্যালয়ের শাটারে লাগাতার লোহার রড দিয়ে মারতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ওই বাড়ি ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এছাড়াও এলাকায় ১০-১২টি বাড়িতে ভাঙচুর করে। কখনও মহিলাকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে হুমকি, কখনও বিজেপি করার অপরাধে লাগাতার কিল, ঘুষি, চড় মেরে গেছে ওই দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বাহিনী চলে যাওয়ার পরে আবার দুষ্কৃতীরা এসে তাণ্ডব চালায় এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই ঘটনা এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি দত্তপুকুর থানার পুলিশ। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : আসানসোল
উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড, (পশ্চিম)
আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০৪

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং গ্রাহকগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, তিলপাড়া শাখা ১০.০৬.২০২৪ তারিখ** থেকে কার্যকর হিসেবে **নতুন প্রেমিসেসে** স্থানান্তর/পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে-

বর্তমান কার্যকরী শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা	নতুন /পরিবর্ত শাখা প্রেমিসেসের নাম এবং ঠিকানা
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, তিলপাড়া শাখা আইকেয়ার, বীরভূম, বিআইইটি, তিলপাড়া, পো. সিউড়ি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১১০১, পশ্চিমবঙ্গ	**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, তিলপাড়া শাখা** শ্রী কৃষ্ণ গোপাল রায়, তিলপাড়া ১ম তল তিলপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম, পিন - ৭৩১১০১, পশ্চিমবঙ্গ

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত হতে এবং **১০.০৬.২০২৪** তারিখ থেকে উক্ত ঠিকানায় কার্য পরিচালিত হবে।
গ্রাহকগণকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন পরিবর্তিত প্রেমিসেসে তাদের অ্যাকাউন্ট/লকার পরিচালন বিষয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে উক্ত তারিখ থেকে। আরও বিস্তারিত জানতে (আবশ্যক মতে) গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক/অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।
তারিখ - ০৫.০৬.২০২৪ — **জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
{রুল-৮(১)} অধীন

কাদাই শাখা, ৫ নং শ্রীরাম শিরোমনি রোড, কাদাই, পোস্ট ও থানা - বহরমপুর মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০১, ই-মেইল : b132@indianbank.co.in

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **১২.০৩.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার - ১. আব্দুল কাদের মন্ডল,** বাসস্থান- গোল্ডেন হেভেন, ফার্স্ট ফ্লোর, ডি/১, ২৫, নীলমনি ভট্টাচার্য লেন, বহরমপুর, পিন - ৭৪২১০১ এবং **২. সাকিলা বানু,** বাসস্থান- গোল্ডেন হেভেন, ফার্স্ট ফ্লোর, ডি/১, ২৫, নীলমনি ভট্টাচার্য লেন, বহরমপুর, পিন - ৭৪২১০১ আমাদের **কাদাই শাখার** সাথে -কে নোটিশে উল্লিখিত **২১,৭০,৬৬৭.৪৩ টাকা** (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) **১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **৫ জুন, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৭২১,৭০,৬৬৭.৪৩ টাকা** (একুশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) **১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]
[illegible]
তারিখ: ০৫.০৬.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: বহরমপুর — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

প্রতি,
মহ মফিজুল হক
ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : মজলিশপুর, থানা : শাসন
পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪২৩

বিষয় : দখল নোটিশ

১. [illegible]
২. [illegible]
৩. [illegible]
৪. [illegible]
৫. [illegible]
৬. [illegible]
৭. [illegible]

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বা/- শাখা প্রবন্ধক
বামনগাছি শাখা
তারিখ : ২৭.০৫.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

সোনামুখী ব্রাঞ্চ
রথতলা, সোনামুখী, পো. এবং থানা - রথতলা, জেলা - বাঁকুড়া, পব, পিন - ৭২২ ২০৭

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা : **শ্রী অরূপ কুমার শিট,** পিতা স্বপন শিট, গ্রাম : রাধাকৃষ্ণপুর, পো : রাধাকৃষ্ণপুর, থানা : সোনামুখী, বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০৭। **২. শ্রীমতি পম্পা মাজি শিট (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী অরূপ কুমার শিট, গ্রাম : রাধাকৃষ্ণপুর, পো : রাধাকৃষ্ণপুর, থানা : সোনামুখী,বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০৭। খ) সোনামুখী শাখা	জমি এবং তদস্থিত ভবন সম্পত্তি অরূপ কুমার শিট এর নামে, জেলা : বাঁকুড়া, থানা : সোনামুখী, মহকুমা বিষ্ণুপুর, অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনামুখী, গ্রাম : রাধাকৃষ্ণপুর, পো : রাধাকৃষ্ণপুর, মৌজা : কুলডাঙ্গা, জেএল নং ১১৩, প্লট নং ৪৩, (এরিয়া ০.০১ একর), প্লট নং ৪৫ (এরিয়া ০.০৪ একর), এলআর খতিয়ান নং ১১৪৫, পরিমাণ এরিয়া ০.০৫ একর, শ্রেণি : বাস্তু, এবং সকল অংশ ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ইত্যাদি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : তপন শিট এর জমি, দক্ষিণে : ১৩ ফুট সড়ক, পূর্বে : কার্তিক মান্নার জমি, পশ্চিমে : তপন শিটের ভবন।	ক) ০২.০৫.২০২৪ খ) ২২.০৫.২০২৪ গ) ১২,৩৮,৯০৬.০০ টাকা (বারো লাখ আটত্রিশ হাজার নশো ছয় টাকা) ১৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৫.০৫.২০২৪ থেকে উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪/স্থান : সোনামুখী — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস, বারাসত জোন
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (গাড়ির জন্য)

আগ্রহী দরদাতাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে তা আছে ভিত্তিতে"** নিম্নলিখিত গাড়ি কেনার জন্য, যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নীচে তালিকাভুক্ত শর্তাবলী অনুসারে। এই পাবলিক নোটিশটি লোনের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য একটি নোটিশ হিসেবে গণ্য হবে। তাদেরকে নিলামের তারিখে নিলামের স্থানে উপস্থিত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং নিলামের তারিখের আগে তাদের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করে মুক্ত করতে বলা হচ্ছে, এতে ব্যর্থ হলে গাড়িটি নিলাম করা হবে এবং বাকি বকেয়া, যদি থাকে তাদের কাছ থেকে সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।

শাখার নাম ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	গাড়ির বিবরণ	বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	১. রিজার্ভ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি)
শাখা: মাইকেল নগর **ঋণগ্রহীতা:** জনাব শেখ মেহবুব আলী (৪৩২৫৭২৩১০০০০০৩০) পিতা-মোহাম্মদ আলী ফ্ল্যাট নং-৩এ, সিটি ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং-বিএমসি-৯/২৩২/০৯-১০, ব্লক-ই, আটঘরা, পূর্বপাড়া ম্যাপেল উড ও কালী মন্দিরের কাছে, পোস্ট-রাজারহাট গোপালপুর, থানা-বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১৩৬	**প্রস্তুতকারক/মডেল:** টাটা/ টাটা ১৬১৩ টিসি/৪২, **জ্বালানি-** ডিজেল **গাড়ির ধরন:** ট্রাক **রেজিস্ট্রেশন নম্বর:** WB 25F 9775 **পার্কিংয়ের স্থান:** বেঙ্গল পার্কিং, ময়না, জেলা- ২৪ পরগনা(উঃ), পশ্চিমবঙ্গ	১০,৩৩,৭২৪/-	১. ১,৫৫,০০০/- ২. ১৫,৫০০/-

নিলামের তারিখ: ১০-০৭-২০২৪ বিকাল ০৪.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত। **নিলামের স্থান:** মাইকেল নগর শাখা প্রেমিসেস।

নিয়ম ও শর্তাবলী:- আগ্রহী দরদাতারা **০৮-০৭-২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত** উপরে উল্লিখিত স্টক ইয়ার্ডের প্রেমিসেসে যানবাহন পরিদর্শন করতে পারেন। আবেদনকারী এবং অংশগ্রহণের জন্য কোট শাখা দ্বারা প্রদান করা হবে। **১০-০৭-২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা বা তার আগে** উপরে উল্লিখিত বায়না জমা সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। ইএমডি এবং অন্যান্য অর্থপ্রদানগুলি ডিডি আকারে এবং সংশ্লিষ্ট শাখার অনুকূলে হওয়া উচিত। দরদাতাদের ইতিবাচকভাবে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থাকতে জানানো হচ্ছে। সফল দরদাতাকে বিড সফল হওয়ার এক দিনের মধ্যে (ইএমডি সহ) বিডের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে এবং বাকি পরিমাণ ৭ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে যা ব্যর্থ হলে দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মালিকানা স্থানান্তরের খরচ এবং সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/ থাকলে ইয়ার্ড চার্জ সহ সমস্ত বিবিধ চার্জ সফল ক্রেতার দ্বারা জমা করতে হবে। সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে গাড়ির ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সফল দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। গাড়ির নিলাম করা হবে **"যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে তা আছে"** ভিত্তিতে। যদিও, ব্যাঙ্ক যে কোনও সময়ে তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে গাড়ির নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে বিডিং হবে এবং সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
আরও তথ্য ও স্পষ্টীকরণের জন্য, শ্রী অবিনাশ সাহু (৮২৪৯৩২৮৫৪৭), মিস কুমারী শিল্পী (৯০৩১১৫৭৬৩৬) এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
স্থান: কলকাতা — জোনাল ম্যানেজার
তারিখ: ০৬.০৬.২০২৪ — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসাত জোন

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৬.০৬.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ) এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা- ১. মেসার্স ডেন্ডওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী- মহঃ মকবুল আলম পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩ ২. মহঃ মকবুল আলম (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩। জামিনদার: মহঃ ইফতেখার আলম পাটিয়ানা মহল্লা, পোস্ট ও থানা-কুলটি, আসানসোল, পিন - ৭১৩৩৪৩ খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা	মহঃ মকবুল আলমের নামে সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার বিক্রয় দলিল নং ৫০৩০/১৯৯৩ তারিখ- ০৩.০৮.১৯৯৩, বিক্রয় দলিল নং- ৫০২৯/২০১৯ তারিখ- ০৩.০৮.২০১৯, হেবানামা নং- ৪৪২৬/২০০ তারিখ-২৬.০৮.২০০৫, মৌজা- সালানপুর, জে.এল. নং ২৭, প্লট নং ০৬, সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খতিয়ান নং ৭৯৫, এলাকা- ০৩ কাঠা, ডেন্ডওয়া চিত্তরঞ্জন রোড, থানা- সলানপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩৫৭। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী ধনরাজ স্টেয়ার এর ক্রাশার, দক্ষিণ- সুখদেব মোদীর বিল্ডিং, পূর্ব- নিয়ামতপুর চিত্তরঞ্জন রোড, পশ্চিম - অন্যদের খোলা জমি দ্বারা।	৬০,৫৪,৭৩৩.০০ টাকা ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে, ৯,০৩,১৯২.০০ টাকা মেয়াদী ঋণ; মোট বকেয়া ৬৯,৫৭,৯২৫.০০ টাকা (উনসত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র) ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ০৬.০৬.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) ২৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৩৫,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50223786258 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল
২.	ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস আচার্জি পিতা- শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। জামিনদার: শ্রীমতী মুনমুন আচার্জি, স্বামী- শ্রী তাপস আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা	**শ্রী তাপস আচার্জির নামে** কমবেশি ২ কাঠা জমির সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ০৪.৮.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-৮৯২৩ অনুযায়ী, মৌজা - মহিশীলা, জেএল নং ৩৭, এলআর- প্লট নং ৪৯৩/৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১ -তে অবস্থিত, এডিএসআরও- আসানসোলে নিবন্ধিত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৬ নং ওয়ার্ড, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সাত্রী মাজির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- সজোনি সেন ও ভানু ভদ্রের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - শ্রী পি. বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম - শ্রী রঞ্জিত মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা।	৮৮,৯৯,৯৫০.০০ টাকা (অষ্টআশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ১৮.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ০৬.০৬.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (পনের লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50259298690 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

আরও বিশদ এবং শর্তাবলির জন্য, যোগাযোগ : অ্যাপকার গার্ডেন শাখা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১০.০৬.২০২৪ থেকে ১১.০৬.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৬.০৬.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : আসানসোল — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি টি রোড আসানসোল
জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (পব)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ইমেল :a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে ১৮,৩৪,৩৫১.০০ টাকা** (আঠার লাখ চৌত্রিশ হাজার তিনশ একান্ন টাকা) টাকা **১৩.১০.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১৪.১০.২০২২ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) দেবাশিস দাস (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস, ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, ব্লক বি, "গণপতি এনক্লেভ" শান্তিনগর, বার্নপুর, পো. বার্নপুর, পো. বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, জেলা - বর্ধমান কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা ঙ) দখলের ধরন
১	ক) ১. দেবাশিস দাস (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস, ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থতল, ব্লক বি, গণপতি এনক্লেভ, শান্তিনগর, বার্ণপুর,পো : বার্ণপুর থানা : হিরাপুর, জেলা : বর্ধমান। ২. শ্রীমতি শুভ্রা দাস (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী দেবাশিস দাস ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, ব্লক বি, গণপতি এনক্লেভ, শান্তিনগর, বার্ণপুর, পো : বার্ণপুর থানা : হিরাপুর, জেলা : বর্ধমান। ৩. মিথিলেশ কুমার সিং (জামিনদাতা) পিতা রবীন্দ্র সিং, গিরমিন্ট কলিয়ারি, ১০ নং কলোনি, পরিহারপুর, জামুড়িয়া, জেলা : বর্ধমান পিন : ৭১৩৩৭৩। খ) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩-ই, চতুর্থ তলে, ব্লক বি, উক্ত "গণপতি এনক্লেভ" ভবনে, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দুই টয়লেট ইত্যাদি , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩৪ বর্গফুট সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, সাধারণের ব্যবহারের যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ব্লকে এরিয়া ১০০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত জমির উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১০৬২ তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১, **সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস দাস** পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস এবং **শ্রীমতি শুভ্রা দাস,** স্বামী শ্রী দেবাশিস দাস এর অনুকূলে নথিভুক্ত, অবস্থিত জেলা : বর্ধমান, থানা : হিরাপুর, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস আসানসোল, মৌজা : নরসিংহবাঁধ, জেএল নং ২১ , সিএস প্লট নং ৯৯৪, সিএস খতিয়ান নং ৬১৫, আরএস প্লট নং ১৯৮৪, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৮ (৭৭৯/১), পরিমাণ ১৮ কাঠা জমি বিভাজিত দুই পৃথক ইউনিটে অর্থাৎ ব্লক এ এবং ব্লক বি, তদস্থিত ৫ তলা (জি-৪) পাকা ভবন , প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন বসবাসের ইউনিট, গ্যারাজ, দ্বিচক্র যান এবং কার পার্কিং স্পেস, দোকান ঘর সংশ্লিষ্ট "গণপতি এনক্লেভ" নামে ভবনে অবস্থিত, শান্তিনগর, বার্ণপুর, হোল্ডিং নং ৪৮২/৪১০, শান্তিনগর, এ এম সি ওয়ার্ড নং ৩৯ অধীন ঠিকানায়। **"গণপতি এনক্লেভ" এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : বংশী কুশওয়ার ভবন, দক্ষিণে : সড়ক এবং ১. রাজনারায়ণ কুর্মী, ২. রাম রঞ্জন সিদ্ধান্ত, ৩. ত্রিশূল শর্মা, ৪. গোপীচাঁদ সিং, ৫. প্রেমল শাউ এবং ৬. রাম সিং এর ভবন, পূর্বে : ১. রাখহরি দত্ত ২. প্রদীপ দাশগুপ্ত, ৩. প্রহ্লাদ মন্ডল এবং অন্যান্য, পশ্চিমে র ১. ধরম নাথ শাউ এবং ২. অশোক গোপ।	১৮,৩৪,৩৫১.০০ টাকা (আঠার লাখ চৌত্রিশ হাজার তিনশ একান্ন টাকা) ১৩.১০.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১৪.১০.২০২২ থেকে	ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা (*) (পনের লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা) খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা (এক লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশ টাকা) গ) ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার টাকা) ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৬.২০২৪ থেকে ২১.০৬.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৫.০৬.২০২৪ সময় - সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৪.০৬.২০২৪/স্থান : আসানসোল — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লোকসভা ভোটে অধীরের হারে আক্ষেপ আইএসএফ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আইএসএফের সম্পর্ক খুব একটা মসৃণ নয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অতীতে মাঝে মধ্যেই আইএসএফ-কে আক্রমণ শানিয়েছেন। আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকিরাও পাল্টা বিঁধেছেন অধীরদের। তবে এবার লোকসভা ভোটে অধীরের হারে কিছুটা আক্ষেপের সুর ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়কের গলায়। অধীরের হার প্রসঙ্গে প্রশ্নে নওশাদ বলেন, 'আমার খারাপ লাগছে। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কণ্ঠগুলি ছিল, তার মধ্যে একটি কণ্ঠ হয়তো কমে যাবে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে 'ইগো' ও 'ঔদ্ধত্য' বিসর্জন দিয়ে পরবর্তী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল-বিজেপিকে আটকানোর

ব্লু-প্রিন্ট তৈরির পরামর্শ দেন আইএসএফ চেয়ারম্যান। নওশাদ বলেন, 'অধীরবাবুর যে ইগো আছে সেটা বিসর্জন দেওয়া দরকার।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে নওশাদের পরামর্শ, 'ঔদ্ধত্যকে বিসর্জন দিয়ে, মাটির মানুষ হয়ে, কংগ্রেস ছাড়া বাকি যে শক্তিগুলি রয়েছে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ও বিজেপিকে কীভাবে পরাস্ত করা যায়, তার রূপরেখা এখন থেকে প্রস্তুত করুন।' উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা ভোটে বহরমপুর থেকে পরাস্ত হয়েছেন অধীর চৌধুরী। টানা পাঁচবারের সাংসদ বহরমপুরের 'রবিনহুড' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে পরাস্ত করেছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। প্রসঙ্গত, এর আগে অধীরবাবু বলেছিলেন ভোটে হারলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। ভোটগণনা পর্ব শেষে যখন তিনি পরাস্ত হলেন, তখন সেই নিয়ে তাঁকে আবারও প্রশ্ন করা হয়েছিল। যদিও এই নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য না করে অধীর চৌধুরী বলে দিয়েছেন, 'যা করব জানিয়ে দেব।'

সমস্ত ব্যস্ততা সামলে 'দিদি নং ১' অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে চান রচনা ব্যানার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রচনা ব্যানার্জি টিভির পর্দার জনপ্রিয় মুখ তিনি। বাংলার মানুষের কাছে তিনি 'দিদি নং ১'। সেই রচনা ব্যানার্জি এখন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের সদ্য জয়ী প্রার্থী। বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে সংসদে 'নম্বর ১' হয়েছেন তিনি। অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি এখন তিনি জনপ্রতিনিধিও। সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে চলেছে তাঁর ব্যস্ততা। এই অবস্থায় অনেকের মনেই প্রশ্ন, তাহলে কি আগামী দিনে নিজের সমস্ত ব্যস্ততা সামলে 'দিদি নং ১' অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে পারবেন রচনা? জনপ্রিয় ওই টিভি শো-এর মঞ্চে ফের কি তাঁকে দেখা যাবে? এর উত্তরও দিয়ে দিলেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের সাংসদ নিজেই। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে রচনা বলেন, 'ব্যস্ত তো সবসময়ই ছিলাম, এখন আরও একটু ব্যস্ত হয়ে গেলাম।' মজার ছলে তাঁর সংযোজন, 'দিদি নং ১ না করলে

হুগলির মানুষ আমাকে কেটে দেবে, ছিঁড়ে রেখে দেবে।' আর রচনা যখন এমন কথা বলছেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়ে 'একদম একদম' বলতেও শোনা যায়। প্রসঙ্গত, জনপ্রিয় টিভি শো 'দিদি নং ১'-এর মাধ্যমে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন রচনা ব্যানার্জি। এমনকী রচনার শো-তে অতিথি হিসেবে দেখা যায় তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে। আবার সেই রচনাকেই হুগলিতে প্রার্থী করে পাঠায় তৃণমূল কংগ্রেস। ব্রিগেডের জনগর্জন সভায় রচনা ব্যানার্জির নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বাড়তি উচ্ছ্বাস দেখা যায় হুগলির মানুষের মধ্যে। এমনকী প্রচারে নামার পরে রচনা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তাঁকে দেখার জন্য, সেলফি তোলার জন্য উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। এখানেই শেষ নয়, একটা সময় রচনাকে এও বলতে শোনা যায়, 'যদি জয়ী হই, তাহলে জি বাংলাকে বলব হুগলির দিদিদের আগে ডাক। সবাইকে বলব আমাকে যদি দিদি নম্বর ১ করতে চাও, হুগলি জেলার মানুষ, যারা আমাকে জিতিয়ে দিয়ে এসেছে, সেই হুগলি জেলার দিদিদের আগে ডাক। তারপরে অন্য দিদিরা আসবে।' আর ফলাফলে দেখা গেল রচনাকেই হুগলিতে 'নম্বর ১' করেছে মানুষ। সেক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব আশ্বাস অনুযায়ী হুগলির দিদিরা জনপ্রিয় ওই অনুষ্ঠানে আগে সুযোগ পবেন কি না, তা জানতেও উৎসুক কেউ কেউ। তবে সে সব তো ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু আপাতত 'দিদি নং ১' শো-তে যে তিনিই থাকছেন তা একপ্রকার স্পষ্টই করে দিলেন রচনা।

দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদে দাড়িভিটে পৌঁছল এনআইএ'র প্রতিনিধি দল

কথা বলেন মৃত ছাত্রদের পরিবারের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আদালতের নির্দেশে ইসলামপুরের দাড়িভিটকাণ্ডের তদন্ত শুরু করার পর এদিন এনআইএ'র একটি প্রতিনিধিদল দুপুরে দাড়িভিটে পৌঁছে দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে গুলিতে মৃত ছাত্রদের পরিবারের সদস্য ও এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে তারা কথা বলেন। ঘটনাস্থল (স্কুলের মাঠ) ও তার আশপাশ তদন্তকারী দলের সদস্যরা বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণও করে বলে জানা গিয়েছে।

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিট হাইস্কুলে সাবজেক্ট টিচারের (বাংলা) দাবিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনে গুলিতে ওই এলাকারই রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই যুবক মারা যায়। বিপ্লব সরকার নামে স্থানীয় এক যুবক গুলিতে আহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ, বন্‌ধের জেরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে পড়ে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেও মৃত দুই যুবকের পরিবার, গুলি চালানোতে যুক্ত পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবিতে আদালতের কাছে সিবিআই তদন্ত চেয়ে তাদের মৃতদেহ সৎকার না করে বাড়ির কাছেই সমাধিস্থ করে রাখে।

বিজেপি প্রথমদিন থেকেই মৃত দুই যুবককে তাদের সমর্থক বলে দাবি করে আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। পরের বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে রায়গঞ্জের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী দাড়িভিটে ওই দুই যুবকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই দুই যুবকের বাবা, মাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা করে সিবিআই তদন্তের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে অমিত শাহ শিলিগুড়িতে সভা করতে এসেও একই আশ্বাস দিয়েছেন। এরপর ২০২৩ সালের ১০ মে হাইকোর্ট দাড়িভিটকাণ্ডের তদন্তের ভার এনআইএ'কে দেয়। সেই নির্দেশের পর ২৭ মে এনআইএ'র ৪ সদস্যের একটি টিম দাড়িভিট আসে। তারা ওই যুবকদের গুলিতে মৃত তাপসের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। তাপসের মা মঞ্জু বর্মনের থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পাশাপাশি ওই বাড়িতে উপস্থিত ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গেও তারা কথা বলে সেদিনের ঘটনার বিবরণ শোনেন।

এরপর এদিন দুপুর ১১টা নাগাদ এনআইএ'র ৬ সদস্যের একটি টিম দাড়িভিট এসে পৌঁছয়। বাজার এলাকায় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে তারা গুলিতে নিহত তাপস বর্মনের বাড়ি যায়। কিন্তু তার বাবা, মা চিকিৎসার জন্য বাইরে থাকায় তাপসের দিদির সঙ্গে তারা কথা বলেন। এরপর রাজেশের বাবা নীলকমল সরকারের সঙ্গে কথা বলে এনআইএ'র টিমটি দাড়িভিট স্কুলের মাঠ দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ চালায়। মাঠ ও আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখে তারা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর ফিরে যায়।

সেদিনের ঘটনায় গুলিতে আহত যুবক বিপ্লব সরকার জানিয়েছেন, 'এদিন এনআইএ'র টিম আমার কাছে আসেনি। এর আগেরবার তারা এসে সেদিনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে শুনেছিলেন। আমার মেডিক্যাল রিপোর্টের কপিও তারা নিয়ে গিয়েছে।'

রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল (বিজেপি) জানিয়েছেন, 'দাড়িভিটকাণ্ডে মৃত যুবকদের পরিবারের দাবির পাশে আমরা প্রথম দিন থেকেই আছি। এনআইএ তদন্ত শুরু করেছে। সত্যি সামনে আসবেই। তাদের ন্যায়বিচার পাওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই জারি থাকবে।'

মালদার মানিকচকে উদ্ধার মানুষের কাটা মুন্ডু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জনবহুল রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মানুষের কাটা মুন্ডু। আর এই ঘটনাটি জনসমক্ষে আসতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে মানিকচক থানার মথুরাপুর চৌমাথা মোড় এলাকায়। ভূতনি ব্রিজ রোড সংলগ্ন দেহহীন কাটা মুন্ডুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় তদন্তে পৌঁছয় মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কাটা মুন্ডুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। এদিকে কিভাবে কোথা থেকে এই কাটা মুন্ডুটি এলাকার রাস্তায় এল সেটাও পরিষ্কার করে পুলিশকে জানাতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, মথুরাপুর ভূতনি রোডটি রীতিমতো ব্যস্ততম এলাকা, প্রতিদিনই এখানে নিয়মিত হাট বাজার বসে। অসংখ্য দোকানও রয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ এই এলাকার রাস্তা দিয়েই নিয়মিত যাতায়াত করেন। তবে এরকম ঘটনায় শিউরে উঠছে এলাকার মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছে, হঠাৎ করেই কিছু মানুষ বাজার করতে এসেই রাস্তার ধারেই কাটা মুন্ডুটি পড়ে থাকতে দেখেন। উদ্ধার হওয়া কাটা মুন্ডুটির বেশিরভাগ অংশই আগুনে ঝলসানো অবস্থায় ছিল। আবারো অনেকের অনুমান রাস্তার ধারে রয়েছে বিশাল আমবাগান এবং আমবাগানের পাশেই রয়েছে ফুলহর নদী ও মথুরাপুর শ্মশান। অনেকেই অনুমান করছেন শ্মশান থেকেই কুকুর বা অন্য কোনও জন্তুর মাধ্যমে মাথাটি এখানে কোনো কারণে চলে আসতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কাটা মুন্ডুটি পুরুষ না মহিলার এখনই তা পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। কারণ ওই কাটা মুন্ডুর সম্পূর্ণ অংশই আগুনে পোড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। তবে আশেপাশের দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিভাবে এবং কোথা থেকে কাটা মুন্ডুটি জনবহুল এলাকায় এল সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-01 to 07/24-25 Dated- 05-06-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, North 24 Parganas, Purulia and Birbhum District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **15-06-2024 & 18-06-2024 upto 3.00 pm**

Date: 05.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." e_tender for- **"Protection Work with Eucalyptus of Ramkrishnagarh Pond (including 2 Nos.) Ghat with Construction of peripheral path way incuding drain diversion of surrounding pathway with drain top R.C.C. cover slab in Ward no- 3 Under AMRUT 2.0 of Dum Dum Municipality - 2nd CALL"** vide e-NIT No / eTender Ref No: 1151/DDM/GEN/23-24 (2nd CALL), memo no 112/DDM/GEN/2024-25 Dtd 05.06.2024, published on 05.06.2024. Last Date for Dropping Bids is 29.06.2024 and technical bid opening is 01.07.2024. Prebid Meeting date is 07.06.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

উত্তপ্ত বর্ধমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোট পর্ব মিটতেই উত্তপ্ত বর্ধমানের দুটি ওয়ার্ড। মঙ্গলবার তৃণমূল প্রার্থী জিতে যাওয়ার পরেই এলাকা দখল নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায় তৃণমূলের।

তৃণমূলের অভিযোগ যারা গেরুয়া তকমা নিয়ে সবুজের ভেগ করছিল তারাই একদল বাহিনী হাতে অস্ত্র নিয়ে অত্যাচার শুরু করে শহর

বর্ধমানের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে। মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হয় বাড়ি ভাঙচুর। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি মোটর বাইক। অশান্তির খবর পেয়েই মোতায়েন করা হয় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। বিচার পেতে শেষমেশ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান শারখানা গলির বাসিন্দারা।

অন্যদিকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডেও শুরু হয় অশান্তি। সেখানেও পুলিশ পৌঁছে গ্রেপ্তার করে বেশ কয়েকজনকে। এলাকায় অশান্তি বাঁধানোর জন্য বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের অনুগামী অমিত মল্লিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যদিও অমিত মল্লিকের দাবি, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাকে মিথ্যাভাবে এই ঘটনায় জড়ানো হচ্ছে। এদিন বর্ধমান থানার সামনে দুটি ওয়ার্ডের মানুষ বিক্ষোভ দেখানোর পর পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

পাত্রসায়ের ব্লকে ভাঙা হল বিজেপির দলীয় কার্যালয়

বিজেপি নেতার বাড়িতে ইট বৃষ্টির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট পরবর্তী অশান্তি, পাত্রসায়ের ব্লকে ভাঙা হল বিজেপির দলীয় কার্যালয়, বিজেপি নেতার বাড়িতে ইট বৃষ্টি।

ভোটের পরেও অশান্তি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিজেপির অভিযোগ পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনকী পাত্রসায় ব্লকের কাঁকরডাঙা সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তমালকান্তি গুঁইয়ের বাড়িতে ইট বৃষ্টি চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার এটি সিসিটিভি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তমালকান্তি গুঁই জানান, তার বাড়িতে হামলা চালায় এসে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এই তৃণমূল কংগ্রেস। সারা ভারতবর্ষে জুড়ে নির্বাচন হয়েছে কোথাও সন্ত্রাস নেই। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। তাদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু ব্যানার্জি জানান, জয়ের আনন্দে মদ খেয়ে নিজেরাই এই ধরনের কাজ করেছে। এছাড়াও এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এই ধরনের কালচার সঙ্গে তৃণমূল বিশ্বাসী নয়।

নদিয়ার চাপড়ায় তৃণমূল কর্মী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া ভোট মিটতেই নদিয়ার চাপড়ায় তৃণমূল কর্মী খুন। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম মসলেম শেখ। চাপড়ার হাটরা গ্রামে তার বাড়ি। নদিয়ার চাপড়া থানার মাধবপুরের জয়দেবপল্লির একটি মদের দোকানের পিছনে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয় মোসলেমের। গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। রাজনৈতিক কারণে খুন হয়ে থাকতে পারে বলেই জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা জেবের শেখ। তবে তার বিরুদ্ধে একাধিক দুষ্কৃতী কার্যকলাপের অভিযোগ আছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা সূত্র খবর, একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রাজনৈতিক খুন কিনা এখনও স্পষ্ট নয়। ওর বিরুদ্ধে এর আগেও অভিযোগ ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পরিবেশ দিবসে অনন্য নজির গড়লেন ৪ জন 'গাছ মা'

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: কবি বলেছিলেন, 'মাটি তো আগুনের মতো হবেই যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো/ যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও তোমার স্বদেশ তবে মরুভূমি'। কিন্তু হাওড়া বাগনান ১ নম্বর ব্লকের কয়েক হাজার মহিলার মনে ফসল ফলানোর মন্ত্র এবং ফসল ফলানোর শিক্ষা দিয়েছেন বাগনানের জাতীয়স্তরের সামাজিক সংগঠন বাগনান ১ মহিলা বিকাশের সভানেত্রী মাধুরী ঘোষ। এই সংগঠনের হাজার হাজার মহিলা পায়ে দাঁড়িয়েছে মাধুরী ঘোষের মন্ত্রে। জানা গিয়েছে, সংগঠনের তৈরি করা আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা সহ সবজি চারা বিনামূল্যে নিয়ে নিজের

বাগান তৈরি করেছেন কয়েকজন মহিলা। যারা ইতিমধ্যেই 'গাছ মা' বলে পরিচিত হয়েছেন। সেইসঙ্গে শিরোপা পেলেন 'পরিবেশ কল্যাণী'র। বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এরাই হয়ে উঠলেন পরিবেশ দিবস পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে কার্যত শিশুর মতো হয়ে উঠলেন প্রণতি রক্ষিত, রোকেয়া বেগম, আলমোড়া বেগম ও মিনা খাতুনরা। এই চার মহিলা পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলনে বাগনানের মুখ হয়ে উঠেছেন বলে জানিয়েছেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমাজসেবী গোপাল ঘোষ ও উদ্ভিদবিদ সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস। নিজেদের জমি ফেলে না রেখে মহিলা বিকাশের কাছ থেকে বিনা পয়সায় যে গাছগুলো তারা বছর দশেক আগে বসিয়েছিলেন তাতে হয়েছে আম, জাম, পেয়ারা। যা খেয়ে কলকাকলিতে ভরে দেয় পাখি। আর এলাকার মানুষও বুক ভরে শ্বাস নেন রোকেয়া, প্রণতির হাতে গড়া বাগানগুলিতে। এই সংগঠনের পরামর্শদাতা বিপ্লব ঘোষ জানান, 'এই চার মহিলা একটি দৃষ্টান্ত। কোলের সন্তান স্নেহের লালন করেছেন গাছগুলিকে। আজ যা ফুলে ফলে ভরা।' উল্লেখ্য, এদিন মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের ও আয়োজন করেছিলেন।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

কারকিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	কারকিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৪.০৭.২০২০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - মুম্বই
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U93090MH2020PTC342527
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	বি ৭০২, ৮ম তল, নীলকান্ত বিজনেস পার্ক, কিরল গ্রাম, বাস ডিপোর নিকট, বিদ্যাবিহার, মুম্বই সিটি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত ৪০০০৮৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২১.০৫.২০২৪ (মহামান্য এনসিএলটি পোর্টালে ০৪.০৬.২০২৪ তারিখে অর্ডারের কপি আপলোড করা হয়েছে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭.১১.২০২৪ (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাজেশ সুরেশচন্দ্র শেঠ আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-002/IP-NO1021/2020-2021/13298
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - বি ৫৫, শতদল সোসাইটি, ৮ম তল, আজাদ লেন এস ভি রোডের উপর, অন্ধেরি পশ্চিম, শপারস স্টপের নিকট মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৫৮ ইমেল : : rajeshshethsbi@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	যোগাযোগের ঠিকানা রাজেশ সুরেশচন্দ্র শেঠ, অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার বিডিও রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইসরি এলএলপি, লেভেল ৯ দি রুবি, নর্থ-ওয়েস্ট উইং, সেনাপতি বাপত রোড, দাদার (প), মুম্বই - ৪০০০২৮, মহারাষ্ট্র, ভারত যোগাযোগের জন্য ইমেল আইডি : ipkarkinos@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৬.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই, প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	নেই, প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং	(ক) Web link:দাবি ফাইল - cirpkarkinos.dcirrus.co সংশ্লিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/home/downloads ওয়েবসাইট সংযোগে যদি কোনও বিশ্লেষণ/অসুবিধা থাকে অনুগ্রহ করে ipkarkinos@gmail.com-লিখুন ডাক ঠিকানা দাবি আদায়ের জন্য : রাজেশ সুরেশচন্দ্র শেঠ, অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার বিডিও রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইসরি এলএলপি, লেভেল ৯ দি রুবি, নর্থ-ওয়েস্ট উইং, সেনাপতি বাপত রোড, দাদার (প), মুম্বই - ৪০০০২৮, মহারাষ্ট্র, ভারত
	(খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে কারকিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সিআইআরপি) প্রক্রিয়া শুরু করার ২১ মে ২০২৪ তারিখে (মহামান্য এনসিএলটি পোর্টালে ০৪.০৬.২০২৪ তারিখে অর্ডারের কপি আপলোড করা হয়েছে)
কারকিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৮ জুন ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম : শ্রী রাজেশ সুরেশচন্দ্র শেঠ
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-002/IP-NO1021/2020-2021/13298
ইমেল : rajeshshethsbi@gmail.com
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের স্বাক্ষর : স্বা/-
কারকিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৪
স্থান : মুম্বই, ভারত

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
NIT No.: WBMAD/BM/1e/2024-25, Memo. No. 265/PWD, Dated: 05.06. 2024.
Tender ID 2024_MAD_689432_1 & 2024_MAD_689432_2

Sl. No.	Name of Work	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	Estimating and costing for Electro- Mechanical work for newly constructed Deep Tube Well at Dakshinpara at Ward -No. 1 under Birnagar Municipality. Group-A.	05.06.2024 at 12.00 P.M.	21.06.2024 at 06.00 P.M.
2.	Estimating and costing for Electro-Mechanical work for newly constructed Deep Tube Well at Khardapara at Ward No. - 6 under Birnagar Municipality. Group - B.		

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস-'ঝিল মিল', সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
দূরভাষ-: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট ইনটিমেশন

কোম্পানি ৪ জুন ২০২৪, মঙ্গলবার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) -এর মাধ্যমে ইমেলের দ্বারা পোস্টাল ব্যালট নোটিস পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে, সদস্যদেরকে ই-ভোট দেওয়ার জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ, যারা তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) বা কোম্পানির সাথে; শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ৩ মে ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিসে উল্লিখিত পদ্ধতিতে রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরির সাথে নিবন্ধিত নয়, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপি) সাথে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করতে এবং ক্লায়েন্ট মাস্টারের একটি স্ক্যান কপি **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.in** বা **rahul@niccoparks.com** -এ পাঠাতে। এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার জন্য।

এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১১০ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২২ এবং ২০ অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট নোটিসের ফিজিক্যাল কপিগুলি সদস্যদের সার্কুলেট করা হবে না. যাইহোক, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ৩১ মে, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার কোম্পানির সদস্য সকল ব্যক্তিরা (যে সদস্যরা কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন না করার কারণে এই বিজ্ঞপ্তিটি পাননি তাদের সহ) এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনের বিষয়ে ভোট দেওয়ার অধিকারী।

বিস্তারিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :-

(ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়: মঙ্গলবার, ১১ জুন, ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি)।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়: বুধবার, ১০ জুলাই, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টা (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ: শুক্রবার, ২১ মে, ২০২৪
(ঘ) সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ৩১ মে, ২০২৪ -এ তাদের হাতে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার অনুপাতে হবে।
(ঙ) ইলেকট্রনিক মোডে রিমোট ই-ভোটিং ১০ জুলাই, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫.০০টা এর বাইরে অনুমোদিত হবে না। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যে সকল সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা **rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.in** বা **rahul@niccoparks.com** -এ একটি ইমেল পাঠিয়ে এটি পেতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.niccoparks.com** থেকেও এটি ডাউনলোড করা যাবে। অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে আমাদের সমস্ত সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করুন যারা এই বিষয়ের উপর অন্য কোনভাবে যোগাযোগ করতে পারেননি এবং প্রস্তাবিত রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নিতে চান।

কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে হোল- টাইম- প্রাকটিস কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী পি.ভি. সুব্রামানিয়ান (সি.পি.নং.: ২০৭৭ এবং এসিএস: ৪৫৮৫) -কে নিযুক্ত করেছে।

চেয়ারপারসন বা চেয়ারপারসন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে হোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি যেখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেই এক্সচেঞ্জগুলিকেও জানানো হবে এবং তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে যেমন **www.bseindia.com** -তে উপলব্ধ করা হবে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা ইমেইলে একটি অনুরোধ পাঠান- **evoting.nsdl.co.in**; টেলিফোন নম্বর +৯১-২২-২৪৯৯ ৪৫৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০ -তে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
আইসিএসআই সদস্যপদ নং: ২০৭১৪

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৬.২০২৪

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, **ওয়েবসাইট :** www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

৯০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৯০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা **("এজিএম") শুক্রবার ২৮ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ("ভিসি/ ওএভিএম") সুবিধা শুধুমাত্র, সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর"), এই বিষয়ে সময়ে সময়ে জারি করা এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে পড়ুন।

এজিএম এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সহ এজিএম আহ্বানকারী নোটিসের অনুলিপি ইতিমধ্যে ইমেলগুলির মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানায়। ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ উক্ত নোটিস **www.gillandersarbuthnot.com**- এ **"ইনভেস্টর"** বিভাগে কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উল্লিখিত নথিগুলি **www.nseindia.com, www.bseindia.com**, স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে পাওয়া যাবে। এছাড়াও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (**"সিডিএসএল"**) ওয়েবসাইট **www.evoting@india.com** -এও এর একই প্রতিলিপি পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ২০ সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") -এর ১০৮ ধারা অনুযায়ী, সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইসুকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২), সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো, কোম্পানি এজিএম-এ কার্যাদি নিষ্পন্ন সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং -এর সুবিধার ব্যবস্থা করছে এজিএমের আগে / চলাকালীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এজিএমে লেনদেন করার জন্য সিডিএসএলকে। এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করতে সিডিএসএল এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করেছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে যদি সদস্যরা ভোট না দিয়ে থাকে তবে এজিএম অংশ নেওয়া সদস্যদের এজিএম চলাকালীন বৈদ্যুতিন ভোটদানের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে।

রিমোট ই-ভোটদানের সময়কাল **মঙ্গলবার, ২৫ জুন, ২০২৪ সকাল ৯:০০টা (আইএসটি)** থেকে শুরু হবে এবং **২৭ জুন ২০২৪ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫:০০টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিংটি উল্লিখিত তারিখ এবং সময় অতিক্রম করার অনুমতি পাবে না।

কোনও ব্যক্তি, যার নাম কাট-অফ তারিখ **শুক্রবার, ২১ জুন ২০২৪** অনুসারে সদস্য / লভ্যাংশের মালিকদের নিবন্ধে প্রদর্শিত থাকে কেবল তারাই এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটদান বা ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবে।

বৈদ্যুতিন মোড, ফিজিকাল মোডে শেয়ার প্রাপ্ত সদস্য এবং যারা ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএম আহ্বান নোটিসে দেওয়া হয়েছে।

ই-মেলে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যাঁরা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন কিন্তু কাট-অফ-ডেট বা তার আগে এবং যাদের বৈধ শেয়ার আছে তাঁরা **secretarial@gillandersarbuthnot.com** -এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে ই-রেজিস্টার্ড করেছেন সিডিএসএল-এ, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন **"ফরগোট ইউজার ডিটেলস/পাসওয়ার্ড?"** বা **"ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড?"** সুবিধাটি পাওয়া যাবে **www.evotingindia.com**-তে। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতির সবিস্তারে বর্ণনা এজিএম- এর বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সিএস অশোক দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, **(FCS - 2699, CP NO. - 2948)**, অশোক দাগা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস -এর স্বত্বাধিকারী -কে নিযুক্ত করা হয়েছে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএমের পূর্বে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনাইজ করতে।

কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইগুলি **২২ জুন ২০২৪** থেকে **২৮ জুন ২০২৪** (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও রকম জিজ্ঞাস্য থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস্ (**"এফএকিউ"**)-এর উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, যা **www.evotingindia.com**-এ পাওয়া যাবে, হেল্প সেকশন অধীনে অথবা ই-মেল লিখতে পারেন **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে ফোন করে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রজত আরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ জুন ২০২৪

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে রকম ২২ গজে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিলেন রোহিতেরা, অনেকটা তেমন পিচই প্রথম ম্যাচে পেয়েছে ভারতীয় দল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ জিততে রোহিতদের চাই ৯৭।

টাকার বিনিময়ে ভক্তদের সঙ্গে এক টেবিলে ডিনার বাবর-আফ্রিদিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিতর্ক আর পাকিস্তান ক্রিকেট দল যেন সমান্তরালে চলে। বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদিরা যা,ই করুন না কেন, চলে আসেন খবরের শিরোনামে। টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন বাবর,আফ্রিদিরা, যা নিয়ে তাঁদের ওপর মনঃক্ষুণ্ন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ।

টেক্সাসের ডালাসে আগামীকাল রাতে সহ,আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে টি,টোয়েন্টি সিরিজ শেষে বাবরের দল ডালাসে পৌঁছেছে শনিবার। যেহেতু এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জন্য আইসিসি কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ রাখেনি এবং ডালাসে পৌঁছানো ও আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার মাঝখানে পাঁচ দিনের বিরতি, এই সুযোগে তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের আয়োজিত এক নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন বাবর, আফ্রিদিরা।

ডালাসের সময় রোববার রাত ১১টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলা সেই আয়োজনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' (দেখা করুন ও অভিনন্দন জানান)। বিদেশে খেলতে গিয়ে ক্রিকেট বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে কোনো পার্টিতে অংশ নেওয়া ক্রিকেটারদের জন্য দোষের কিছু নয়। কিন্তু বাবর, আফ্রিদিরা 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' নামের যে পার্টিতে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তা ছিল টাকার বিনিময়ে।

২৫ মার্কিন ডলার দিলেই পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে এক টেবিলে ডিনার করতে ও সেলফি তুলতে পেরেছেন ভক্ত, সমর্থকেরা। রশিদ লতিফ প্রশ্ন তুলেছেন এই 'এন্ট্রি ফি' নিয়েই।

১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে পাকিস্তানকে ৩১ ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া লতিফ আজ ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আনুষ্ঠানিক নৈশভোজ তো আছেই, এর ওপর আবার ব্যক্তিগত নৈশভোজ। এমন কাজ কেউ কীভাবে করতে পারে? এটা ভয়ানক। এর অর্থ হচ্ছে আপনি ২৫ ডলারের বিনিময়ে আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। সৃষ্টিকর্তা না করুন, সেখানে কোনো গন্ডগোল বেঁধে গেলে লোকে বলত ছেলেরা (বাবর-আফ্রিদিরা) টাকা কামাচ্ছে।'

লতিফ মনে করেন, ব্যক্তিগত নৈশভোজ পাকিস্তান খেলোয়াড়দের জন্য বাজে চর্চা হয়ে উঠেছে, যা ভালো লক্ষণ নয়, 'লোকে আমাকে বলে, পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের যে-ই ডাকে, তারা শুধু জিজ্ঞেস করে, তকত টাকা দেবে?দ এটা বাজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সময়ে ব্যাপারগুলো ভিন্ন রকম ছিল। আমরাও ২-৩টি নৈশভোজে অংশ নিতাম, কিন্তু সেসব আয়োজন ছিল আনুষ্ঠানিক। বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক কথা বলে ফেললাম, কারণ এখন বিশ্বকাপ চলছে। খেলোয়াড়দের সতর্ক থাকা উচিত।'

ভিডিওর শেষে উত্তরসূরিদের সুপরামর্শও দিয়েছেন লতিফ, '২৫ ডলার কারও এভাবে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। তোমরা ২-৩টি নৈশভোজে অংশ নিতেই পারো, কিন্তু তাতে বাণিজ্যিক স্বার্থ যেন জড়িয়ে না থাকে। তোমরা দাতব্য (সংস্থার) নৈশভোজে যেতে পারো, তহবিল সংগ্রহ করতে পারো। কিন্তু এই নৈশভোজ তহবিল সংগ্রহের বা দাতব্যকাজের জন্য নয়। এটি একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে পাকিস্তান ও পাকিস্তান ক্রিকেটের নাম জড়িয়ে। এ ধরনের ভুল আর কোরো না।'

বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলের কয়েকজন সদস্যও গত রোববার সন্ধ্যায় ডালাসের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। স্থানীয় এক মসজিদের জন্য চাঁদা তোলাই নাকি খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য ছিল। তহবিল সংগ্রহের সেই অনুষ্ঠানে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে ছিলেন মাহমুদউল্লাহ, হাসান মাহমুদ ও তানজিম হাসান। উদ্দেশ্য যেটাই হোক, বিশ্বকাপের মতো আসরে খেলতে যাওয়া ক্রিকেটারদের এসব অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিয়ে বিসিবিও এরই মধ্যে সমালোচনার মুখে পড়েছে।

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও বদলায়নি ইংল্যান্ডের না জেতার রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো ইউরোপিয়ান দেশের বিপক্ষে এর আগে জেতেনি ইংল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসের পর এবার তাদের প্রতিপক্ষ ছিল স্কটল্যান্ড। প্রতিবেশীদের বিপক্ষে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছিল। তবে ইংল্যান্ডের সেই না জেতার রেকর্ড বদলাল না এ ম্যাচেও। সেটি অবশ্য ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়াতে।

অবশ্য যে ১০ ওভার ব্যাটিং করতে পেরেছে স্কটল্যান্ড, তাতে ইংল্যান্ডকে বড় চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছিল তারা। বিনা উইকেটেই স্কটিশরা তোলে ৯০ রান। ৩০ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন মাইকেল জোনস, আরেক ওপেনার জর্জ মানসি ৩১ বলে করেন ৪১

রান। দুজনই মারেন ৪টি করে চার ও ২টি করে ছক্কা।

ইংল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল ১০ ওভারে ১০৯ রান, যেটি তাড়া করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই জানিয়েছেন জস বাটলার। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইনিংসের শেষ দিকে আবার নামে বৃষ্টি। সে বৃষ্টির তোপ বাড়ে একটু পর, যাতে আর খেলা শুরুই হতে পারেনি। এ ম্যাচের জন্য অতিরিক্ত দেড় ঘণ্টা সময় ছিল, কিন্তু সে সব ব্যবহৃত হয়েছিল আগেই। রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তাই নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে কেনসিংটন ওভালের দর্শকদের। আর স্কটল্যান্ড অধিনায়ক রিচি বেরিংটন পরে বলেছেন, হতাশ হলেও এ ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক আছে তাঁদের জন্য। জয়ের বড় সুযোগও স্বাভাবিকভাবেই দেখেছিলেন তাঁরা।

বিশ্বকাপের ম্যাচটি বার্বাডোজে, কিন্তু সেখানেও যেন হাজির ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের পরিচিত আবহাওয়াই। শুরুতেই ম্যাচ পিছিয়ে যায় ৫৫ মিনিট। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় স্কটল্যান্ড অধিনায়ক রিচি বেরিংটন বলেছিলেন, উইকেট শুষ্ক থাকার কারণে এমন সিদ্ধান্ত তাঁর। তবে পুরো দিনই ছিল বৃষ্টিতে সিক্ত।

দুই গতি তারকা জফরা আর্চার ও মার্ক উডকে নিয়ে নামে ইংল্যান্ড। উইকেট না পেলেও দুজনের শুরুটা ছিল আঁটসাঁট, অবশ্য নো বল না করলে মানসির উইকেট পেতে পারতেন উড। ৬.২ ওভার পর আবার নামা বৃষ্টিতে বন্ধ থাকে প্রায় দুই ঘণ্টা। ম্যাচ নেমে আসে ১০ ওভারে।

বৃষ্টির পর আবার খেলা শুরু হলে প্রতি বোলার করতে পারতেন ২ ওভার করে, যে কোটা আগেই পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে আর আসতে পারেননি উড কিংবা আর্চার। আদিল রশিদের প্রথম ওভারেই জোনস ও মানসি তোলেন ১৮ রান, শেষ ওভারে অবশ্য এ লেগ স্পিনার দেন ৮ রান। প্রথম ওভারে ১৫ রান দেওয়া ক্রিস জর্ডান পরেরটিতে দেন ৯ রান। সে সবের প্রভাব কী;সেটি জানার সুযোগই পাওয়া যায়নি আর।

আজ যুবভারতীতে কুয়েতের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার অনুশীলনে মগ্ন সুনীলরা। ছবি: অদিতি সাহা

ভারতের সুবিধামতো কি সূচি তৈরি করেছে আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটের সমালোচকেরা আইসিসিকে তো আর এমনি এমনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বলে ডাকে না! এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যেন সমালোচকদের এই ডাককে আরও জোরালো ও যুক্তিসংগত করে তুলেছে।

বিশ্বের যেকোনো খেলার যেকোনো বিশ্ব আসর হোক না কেন;কোন দল নকআউট পর্বে কোন মাঠে খেলবে, তা ওই পর্বে না ওঠা পর্যন্ত জানার কথা নয়। কিন্তু ভারত এরই মধ্যে জেনে গেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের সেমিফাইনালের ভেন্যু!

২৭ জুন দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে। রোহিত-কোহলি-বুমরা- জাদেজারা যদি দলকে শেষ চারে তুলতে পারেন, তাহলে এ মাঠেই ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবেন তাঁরা। খোদ আইসিসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬ নম্বর বিষয়বস্তু হলো 'ম্যাচের ফল'। পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট (পিডিএফ) ফাইল আকারে প্রকাশিত ৯৫ পৃষ্ঠার এই প্লেয়িং কন্ডিশনের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ১০ নম্বর পয়েন্টের ৬ নম্বর সাব-পয়েন্টে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে লেখা;ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে, তাহলে তারা দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবে। ২৭ জুন ম্যাচটি হবে গায়ানায়।

বিশ্বকাপের আরেক সেমিফাইনাল হবে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোয়। কিন্তু ভারত ত্রিনিদাদে না খেলে কেন গায়ানাতেই খেলবে, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই প্লেয়িং কন্ডিশনে।

তবে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো এর একটা কারণ নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছে। ইএসপিএন ক্রিকইনফো বলছে, গায়ানায় দ্বিতীয় সেমিফাইনাল শুরু হবে ২৭ জুন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায়। মানে ওই দিন ভারতের সময় রাত ৮টায়। আর ত্রিনিদাদে প্রথম সেমিফাইনাল শুরু হবে ২৬ জুন স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টায়। মানে ওই দিন ভারতের সময় সকাল ৬টায়।

ভারত ত্রিনিদাদে সেমিফাইনাল খেললে দেশটির বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে টিভিতে খেলা দেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অনেকে হয়তো খেলা দেখার জন্য এত সকালে ঘুম থেকে জাগবে না। এতে টিভি দর্শকসংখ্যা কমে যাবে। কিন্তু রোহিত-কোহলিরা গায়ানায় সেমিফাইনাল খেললে সময়টা 'ভারতবাসীবান্ধব' হবে। ভারত নিজেদের মাটিতে রাতে শুরু হওয়া ম্যাচগুলোও এমন সময়ে খেলে থাকে। আইপিএলে রাতের ম্যাচগুলোও এমন সময়ে বা এর কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়। এ কারণে রোহিত-কোহলিরা ভারতের সময় রাতে সেমিফাইনাল খেলতে নামলে টিভি দর্শকে কোনো ভাটা পড়বে না।

তবে যে যেমন ব্যাখ্যাই দিক, আগে থেকেই সেমিফাইনালের ভেন্যু জেনে যাওয়া ভারতের জন্য বাড়তি সুবিধাই। কারণ, গায়ানার পিচ ত্রিনিদাদের পিচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি স্পিনবান্ধব। আরও মোটাদাগে বললে, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মধ্যে গায়ানার পিচ ও কন্ডিশনকে উপমহাদেশের সঙ্গে পুরোপুরি মেলানো যায়। প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামের পিচ বেশ মন্থর, বল নিচু হয়ে আসে ও স্পিন বেশ ভালো ধরে।

এমন পিচ স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলকে সহায়তা করবে। যেখানে ভারত নিজেদের মাটিতেই সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে তিন স্পিনার (কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন) নিয়ে খেলেছে, সেখানে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে চার স্পিনার (কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, যুজবেন্দ্র চাহাল, অক্ষর প্যাটেল) রাখা নিশ্চিতভাবেই কৌতূহল জাগাচ্ছে, সেমিফাইনালের ভেন্যু জেনে যাওয়াতেও দলে বাড়তি স্পিনার রেখেছে কি না ভারত।

শুধু কি তা,ই? সুপার এইট পর্বের ভেন্যুও তো ভারতের জানা। দ্বিতীয় পর্বে কোন দল কোন ভেন্যুতে খেলবে, তা আগে নির্ভর করত গ্রুপ পর্বের অবস্থান অনুযায়ী। কিন্তু এবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হোক কিংবা রানার্সআপ আপ;সুপার এইটের ভেন্যু নির্ধারণে তা মুখ্য হবে না।

যেমন;ভারত এবার 'এ' গ্রুপে খেলছে। অন্য গ্রুপগুলোর মতো এই গ্রুপ থেকেও দুটি দল সুপার এইট পর্বে উঠবে। ভারত নিজেদের গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন-রানার্সআপ যা-ই হোক না কেন, এ১ স্লট ধরে রাখবে। এতে করে দেখা যাচ্ছে, রোহিত-কোহলিরা এ১ হিসাবে সুপার এইট পর্বে উঠে ২০ জুন বার্বাডোজ, ২২ জুন অ্যান্টিগা ও ২৪ জুন সেন্ট লুসিয়ায় নিজেদের ম্যাচ খেলবেন। এই ম্যাচগুলোও শুরু হবে ভারতের সময় রাত ৮টায়।

গায়নায় সেমিফাইনাল খেললে আরেকটি সুবিধা পাবে ভারত। ত্রিনিদাদে প্রথম সেমিফাইনাল ও বার্বাডোজে ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হলেও গায়ানার ম্যাচটির জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ সম্পন্ন করতে দুই দলকেই ন্যূনতম ৫ ওভার করে খেলতে হয়, নিশ্চয়ই সবার জানা। বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনাল শুরু হতে দেরি হলে প্রথম বল মাঠে গড়াতে অতিরিক্ত ১৯০ মিনিট পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। কোনো কারণে সেটি সম্ভব না হলে পরদিন রিজার্ভ ডেতে খেলা হবে।

কিন্তু গায়ানায় ভারতের সেমিফাইনাল বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে শুরু হতে দেরি হলে প্রথম বল মাঠে গড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ২৫০ মিনিট সময় রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত ২৫০ মিনিট পরও যদি খেলা না হয়, তাহলে সুপার এইটের অবস্থান বিবেচনায় ফাইনালের দল নির্ধারণ করা হবে। ভারত যদি সুপার এইটের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে সেমিতে ওঠে, তাহলে গায়ানায় খেলা না হলেও তারাই ফাইনালে উঠে যাবে। শেষ চারে না খেলে, না জিতেই ফাইনাল; ভারতের জন্য কী মজার নিয়ম!

ভারতের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোও শুরু একই সময়ে। গ্রুপ পর্বে তো আরও বেশি সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে দলটিকে। নিজেদের গ্রুপ থেকে শুধু ভারতই টানা ৩ ম্যাচ একই ভেন্যুতে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। অন্য চার দল পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা এমনকি সহ, আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে এ ভেন্যু,ও ভেন্যু চষে বেড়াতে হবে।

রোহিতের দল ১ জুন নিজেদের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে। আজ ৫ জুন আয়ারল্যান্ড, ৯ জুন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ১২ জুন সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষেও খেলবে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে। আর ১৫ জুন কানাডার বিপক্ষে খেলবে ফ্লোরিডার লডারহিলে। এর অর্থ ভারত যেমন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে অবস্থান করবে, সেখানকার পিচ ও কন্ডিশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে যাবে, একই সঙ্গে ভ্রমণের ধকলও পোহাতে হবে না।

বলতে পারেন, দক্ষিণ আফ্রিকাও তো ভারতের মতো প্রথম ৩ ম্যাচ নিউইয়র্কে খেলবে। তাহলে তারা কি লম্বা সময় একই জায়গায় থাকার সুবিধা পাবে না? দক্ষিণ আফ্রিকা কিছুটা সুবিধা পাবে ঠিকই, তবে ভারতের মতো এতটা নয়। মার্করাম,ক্লাসেন,রাবাদারা রোহিত, জাদেজা,পন্তদের মতো নিউইয়র্কে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ শেষে সরাসরি বিশ্বকাপের মূল পর্ব খেলতে নামতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

অথচ এই বিশ্বকাপেই শ্রীলঙ্কা দলকে কতই না ভ্রমণঝক্কি সইতে হচ্ছে। গ্রুপ পর্বে লঙ্কানদের ৪ ম্যাচ রাখা হয়েছে চারটি আলাদা ভেন্যুতে। গত পরশু প্রথম ম্যাচের ভেন্যু নিউইয়র্কে যেতে হয়েছে আবার ফ্লোরিডায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা যে মাত্র ৭৭ রানে অলআউট হয়ে ৬ উইকেটে ম্যাচ হেরেছে, এতে টুর্নামেন্টের অন্যায্য সূচি ও লজিস্টিকাল অব্যবস্থাপনার দায় দেখছেন অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও স্পিনার মহীশ তিকশানা। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নদের পরশু নিউইয়র্কে ম্যাচ শেষে তড়িঘড়ি করে সংবাদ সম্মেলনও সারতে হয়েছে। কারণ, দ্রুত হোটেলে ফিরে বিমানবন্দরে যাওয়ার তাড়া ছিল লঙ্কানদের। হাসারাঙ্গা-ম্যাথুস-পাতিরানাদের যে হোটেলে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের দূরত্ব গাড়িতে পৌনে দুই ঘণ্টার। নিউইয়র্কে নিশ্চয়ই ঢাকার মতো যানজট লেগে থাকে না। বলা যায়, গাড়ি বেশির ভাগ সময় স্বাভাবিক গতিতেই চলে। তাহলে বুঝুন, শ্রীলঙ্কা দলকে মাঠ থেকে কতটা দূরবর্তী হোটেলে রাখা হয়েছিল।

টেক্সাসের ডালাসে ৮ জুন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ খেলেই দ্রুত ডালাসের পথে উড়াল দিতে হয়েছে হাসারাঙ্গার দলকে। নিউইয়র্কে শুধু ম্যাচ শেষের এই তাড়াহুড়োই নয়, দলটি ভুগেছে ম্যাচের আগেও। ফ্লোরিডা থেকে নিউইয়র্কে যাওয়ার পথে মায়ামি বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিপর্যয়ের কারণে ৭ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল লঙ্কানদের।

দলের ব্যবস্থাপক মাহিন্দা হালানগোদা জানিয়েছেন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সূচি ও লজিস্টিকাল অব্যবস্থাপনা নিয়ে শ্রীলঙ্কা দল আইসিসির কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। তবে হালানগোদা এটাও জানিয়েছেন, অভিযোগ করতে বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। এখন আর কিছু করার নেই।

শ্রীলঙ্কার ব্যবস্থাপকের এসব কথায় আসলে একধরনের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। অথচ ভারতীয় দলকে দেখুন। নিউইয়র্কে তো টানা ৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছেই, সঙ্গে ক্যান্টিয়াগ পার্ক নামে যে মাঠে রোহিত-কোহলিরা অনুশীলন করছেন এবং ম্যাচের ভেন্যু নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে খেলতে যাচ্ছেন;দুটিই হোটেল থেকে কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত।

এরপরও ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অভিযোগের অন্ত নেই। গত ১ জুন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ক্যান্টিয়াগ পার্কে প্রথমবার অনুশীলনের পর দ্রাবিড় সেখানকার পিচ, অনুশীলন সুবিধা ও খাবার নিয়ে অসন্তোষ জানান। কাল তিনি আবার নতুন করে বলেছেন, 'পার্কে অনুশীলন করা কিছুটা হলেও অদ্ভুত।'

শুধু ভারত নয়, নিউইয়র্কে যে দলেরই ম্যাচ আছে, সেই দলই ক্যান্টিয়াগ পার্কে অনুশীলন করছে। তবে ভারত ছাড়া আর কোনো দল এ নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ করেনি।

যদিও ভারতের সাবেক টেস্ট ওপেনার ওয়াসিম জাফরের দাবি, ভারতীয় দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি থেকে কোনো রকম অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে না। কেন, সেটির ব্যাখ্যা জাফর দিয়েছেন এভাবে, 'আপনার দলের সেমিফাইনাল কোথায় হবে, তা জানা এক জিনিস; সেমিফাইনালে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করতে পারা আরেক জিনিস। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল সব সময় ইংল্যান্ডে হয়ে আসছে। কিন্তু ইংল্যান্ড কখনোই (টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের) ফাইনালে উঠতে পারেনি।'

সেমিফাইনালের ভেন্যু জেনে যাওয়া নিয়ে জাফরের যুক্তি হয়তো ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু ভারতের পাওয়া বাকি সুবিধাগুলোর কোনো ব্যাখ্যা কি তাঁর কাছে আছে?

তা ছাড়া বৈশ্বিক আসরগুলোতে ভারতের অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার ঘটনা তো নতুন কিছু নয়। সর্বশেষ গত ওয়ানডে বিশ্বকাপেই মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের সেমিফাইনালের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পিচ বদলে ফেলেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**